প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩২ ◆ ৮ - ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

# পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব পর্ব

ক্রুশ: আমাদের পরিত্রাণের চিহ্ন !

শিশু মারীয়ার জন্ম ইতিহাস

এসো আমরা সবে ক্রুশের চিহ্ন করি

প্রাত্যহিক জীবনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও চ্যালেঞ্জসমূহ

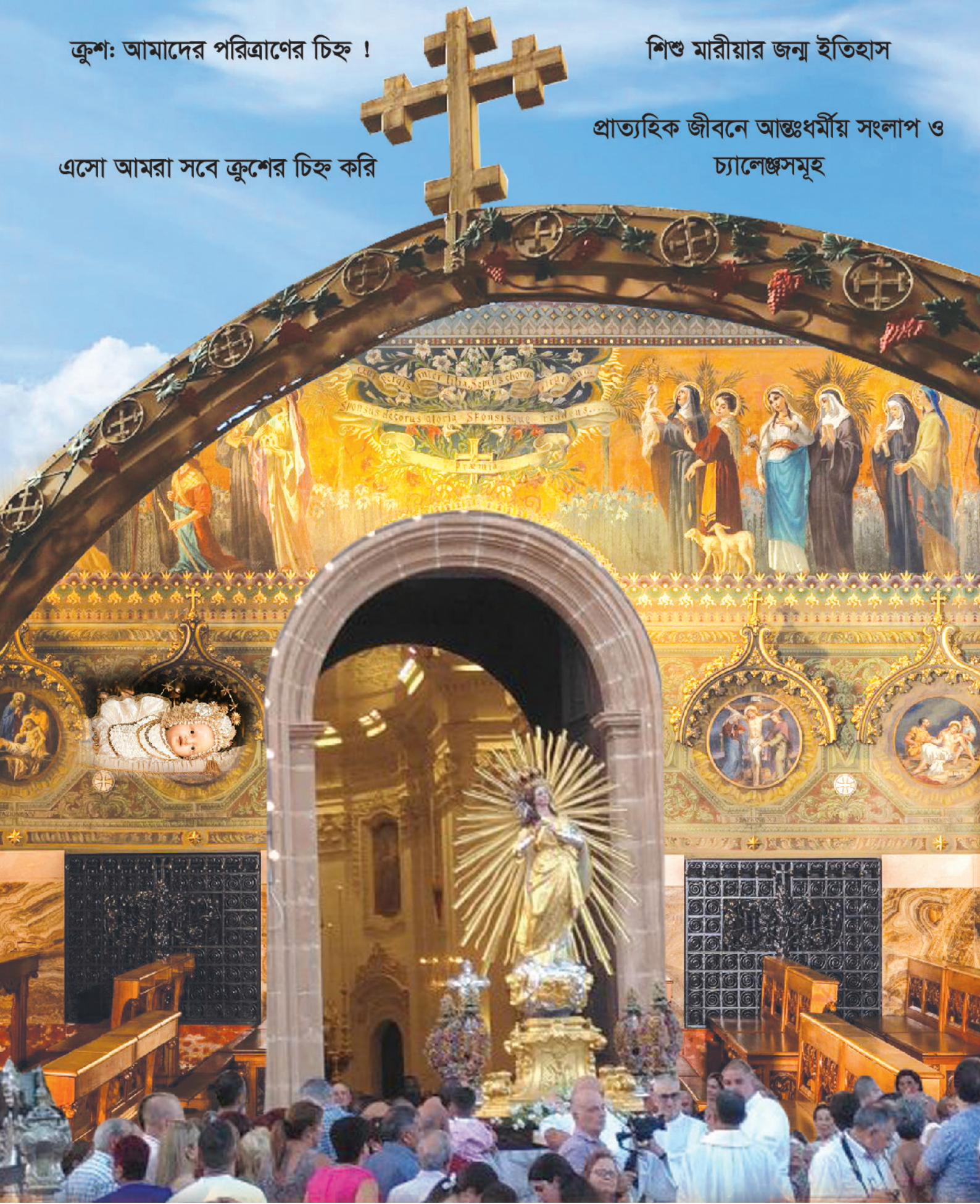

# বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

**সন্মানিত সুধী,**

ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপসনালয় পরিষদের পক্ষ হতে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপাসনালয় চত্বরে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা, ভক্তিপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশে আর্শিবাদিত খিচুঁড়িসহ আরোগ্যদায়িনী মাতা ভেলেংকিনি মা মারিয়ার ২৩তম পর্বোৎসব-২০২৪ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।**

অতএব, উক্ত তীর্থোৎসবে আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও আমন্ত্রণসহ নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

**প্রস্তুতি খ্রিষ্টযাগ ও পাপ স্বীকার:**

**১১ সেপ্টেম্বর হতে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, বিকাল: ৪:০০ ঘটিকায় আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির জন্য নভেনা প্রার্থনা।**

**১৭ই সেপ্টেম্বর হতে ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ বিকাল: ৪:০০ ঘটিকায় নভেনা প্রার্থনা ও প্রস্তুতি খ্রিষ্টযাগ।**

**পর্বীয় খ্রিষ্টযাগ: ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল: ৯:৩০ মিনিট।**

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

**খ্রিষ্টযাগের উদ্দেশ্য:** ২০০/- (দুইশত টাকা মাত্র) ও **পর্বকর্তা:** ৫০০/- (পাচঁশত টাকা মাত্র) এছাড়াও যারা অন্যান্য অনুদান, মানত ও সহযোগিতা করতে চান তা সাদরে গ্রহণ করা হবে।

## বিভিন্ন তথ্য ও সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন:

**মি. প্রদীপ বেঞ্জামিন রোজারিও**
সহ-সভাপতি
ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপসনালয় পরিষদ।
মোবাইল নং: ০১৭৭০৪৩৫২৫৩

**মি.লেনার্ড যোসেফ পিউরীফিকেশন**
সহ-সেক্রেটারি
ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপসনালয় পরিষদ।
মোবাইল নং: ০১৭৫১০৩১৯৭৮

**মি. তপন বেঞ্জামিন রোজারিও**
কোষাধ্যক্ষ
ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপসনালয় পরিষদ।
মোবাইল নং: ০১৮২২৮৩১৪২৪

**মি.জ্যোতি বার্ণার্ড রোজারিও**
যুব বিষয়ক সম্পাদক
ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপসনালয় পরিষদ।
মোবাইল নং: ০১৮৯১৯১৭৯১৯

**মি. বিনয় রোজারিও**
প্রাক্তন সহ-সভাপতি
ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপসনালয় পরিষদ।
মোবাইল নং: ০১৭৫২৫৩৭৮৬

**মি. রবি বার্ণার্ড জেড. রোজারিও**
প্রাক্তন সহ-সভাপতি
ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপসনালয় পরিষদ।
মোবাইল নং: ০১৭১২০৭০৯০৩

**মি. উইলসন রিবেরু**
প্রাক্তন সেক্রেটারি
ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপসনালয় পরিষদ।
মোবাইল নং: ০১৭১৫৪৩১৯১৫

**মি.স্ট্যানিসলাস সোহেল রোজারিও**
প্রাক্তন সেক্রেটারি
ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপসনালয় পরিষদ।
মোবাইল নং: ০১৭০৯৮১৫৪২৫

**মি. রিচার্ড ফ্রান্সিস রোজারিও**
প্রাক্তন সেক্রেটারি
ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপসনালয় পরিষদ।
মোবাইল নং: ০১৭১০৫৭২০০৩

**আমেরিকা প্রতিনিধি:**
**মি. ডেজমন্ড রোজারিও**
মোবাইল নং: ০০১২৪০৫০৫৩৭৮৫

**ইউরোপ প্রতিনিধি:**
মি.আনন্দ ব্রাইট রোজারিও
মোবাইল নং: ০০৩৩০৭৫১০২৬৪৫৩

**ফাদার উজ্জ্বল লিনুস রোজারিও,সিএসসি**
সভাপতি
ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপসনালয় পরিষদ।
মোবাইল নং: ০১৭১৫৭৬৩৯৬৫

**মি. লংকাস বা' রোজারিও**
সেক্রেটারি
ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপসনালয় পরিষদ।
মোবাইল নং: ০১৭২২৪৪৭১৯৫

বিজ্ঞ/২০০/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ৩২
০৮ সেপ্টেম্বর - ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
২৪ ভাদ্র - ৩০ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

**সম্পাদক**
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**
সংগৃহীত

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
**E-mail :**
wklypratibeshi@gmail.com
**Visit:** www.weekly.pratibeshi.org

**মূল্য : ১০ টাকা মাত্র**

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

## সম্পাদকীয়

### ক্রুশের পথ পেরিয়েই আসবে ক্রুশের বিজয়গাঁথা

খ্রিস্টানদের একটি দৃশ্যমান পরিচিতি দান করে ক্রুশ। ক্রুশ পরিধান করে একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী যেমনিভাবে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও জীবন সম্বন্ধে সচেতন হয় ঠিক তেমনি অন্য ধর্মাবলম্বী ভাইবোনেরাও খ্রিস্টানদেরকে ক্রুশ চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারে। তাই ক্রুশ খ্রিস্টানদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি উপকরণ। ক্রুশের চিহ্ন দিয়ে দিন শুরু এবং তা দিয়ে দিন শেষ করেন অনেক ভক্তপ্রাণ খ্রিস্টবিশ্বাসী। ক্রুশকে আপন করে নিয়েই অনেক খ্রিস্টবিশ্বাসী নিজের বাড়ি-ঘরের দৃশ্যমান স্থানে ক্রুশ প্রতিকৃতি রাখেন। তাই বর্তমান সময়ে ক্রুশ খ্রিস্টানদের কাছে গর্ব ও আত্মপরিচয়ের একটি মানদণ্ড। ক্রুশের প্রতি আস্থা, ভালবাসা ও সম্মান জানিয়েই প্রতিবছর ১৪ সেপ্টেম্বর পালন করা হয় পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব। স্মরণ করা হয় মানবজাতির মুক্তি আনয়ন করতে ক্রুশেতে মৃত্যুবরণ করেন প্রভু যিশু খ্রিস্ট। ক্রুশের সাথে জড়িয়ে আছে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাস ও মুক্তির ইতিহাস। ক্রুশ খ্রিস্টানদের জীবনবৃক্ষ। প্রথম মানুষ আদম জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়ে মৃত্যু এনেছেন কিন্তু নতুন আদম অর্থাৎ যিশু খ্রিস্ট ক্রুশবৃক্ষ দ্বারা তাদেরকে জীবন দান করেছেন। ক্রুশবৃক্ষের সাথে সংযুক্ত না থাকলে খ্রিস্টানেরা শুকিয়ে যায়।

যিশুর সময়ে ইহুদী সমাজে ক্রুশ মৃত্যুবরণ করা ছিল চরম ঘৃণার ও লজ্জার। সেই ভারি ক্রুশ বহন করাও ছিল অতীব কষ্টের, ভয়ের ও বেদনার। তাই সমাজের ও দেশের ঘৃণ্য দস্যু ও দাগী আসামীদের এই ধরণের কঠিন সাজা দেওয়া হতো। তবে যিশুর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তিনি কারো কোন ক্ষতি করেননি, কাউকে কষ্টও দেননি। তবুও তাঁকে ক্রুশদণ্ড দেওয়া হয়। খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করতেই যিশু ক্রুশের উপরে প্রাণত্যাগ করে মানুষকে পাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। পাপীকে ক্ষমা দিয়ে ঘৃণ্য ক্রুশকে মহিমান্বিত করেছেন। যিশু যদি ক্রুশমৃত্যু বরণ না করেন তাহলে ঈশ্বরের সাথে মানবের মিলন হবে না। ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্যদিয়ে যিশু ঈশ্বর ও মানবের মিলন সাধন করেন। যিশুর মৃত্যুর মধ্যদিয়েই ক্রুশ হয়েছে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত। ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার মধ্যদিয়েই যিশু স্বর্গে যাবার পথ উন্মুক্ত করেন। আর তাইতো যিশু সকলকে উদাত্ত আহ্বান করেন, যেন সকলে প্রতিদিনকার ক্রুশ বহন করে তাঁকে অনুসরণ করে। ক্রুশ বহনের কষ্টের মধ্যদিয়েই সকলে বিজয়ের আনন্দ পেতে পারবে।

যিশু সকলকেই নিজ নিজ ক্রুশ বহন করে তাঁকে অনুসরণ করার আহ্বান রাখেন। আমাদের ব্যক্তিগত ক্রুশগুলো প্রতিনিয়তই আবিষ্কার করা ও তা বহন করা দরকার। ক্রুশের মূল শিক্ষা: আত্মদান ও ভালোবাসা অন্তরে ধারণ করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্রুশগুলো মোকাবেলা করতে সাহসী হওয়া প্রয়োজন। আমাদের মূল একটি ক্রুশ হচ্ছে নিজেকে কেন্দ্রে রেখে দেবার তীব্র বাসনা। তাই আরাম-আয়েশ, সম্মান, ভোগ-বিলাসিতা, আমিত্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অহংকার, ঈর্ষা, রাগ, দলাদলি ইত্যাদি ত্যাগ করে একসাথে এগিয়ে চলা ক্রুশের পথের মতই কষ্টকর। বিশ্বাস রাখি, যিশুর সহায়তাতেই আমরা ক্রুশের তথা কষ্টের পথ মাড়িয়ে মঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলতে পারবো। কষ্টকর হলেও অপরের মঙ্গলের জন্য যখন আমরা নিজেদের ক্রুশগুলোকে বহন করি তখন যিশুর সাথে একাত্ম হই। যিশু আমাদেরকে প্রতিদিনকার নিজের ক্রুশ বহন করার আহ্বান জানিয়ে প্রতিদিন বিজয়ী হতে বলেন।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষভাবে ভয়াবহ বন্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ঋণের ভারি বোঝা ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি দেশীয় একটি ক্রুশময় অবস্থা সৃষ্টি করছে। এই ক্রুশকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং বহন করে নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। তবে তা লাঘবের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বন্যার্তদের সহায়তা দানের লক্ষ্যে সকলের সম্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টা আমাদেরকে ক্রুশ জয় করার সাহস যোগাচ্ছে। তাই শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে নিমগ্ন না থেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কাজ করতে হবে। আমাদের নিজেদের মধ্যকার ব্যক্তিগত অপবোধগুলো যখন লোপ পাবে তখন ক্রুশের বোঝাও কিছুটা লাঘব হবে। পবিত্র ক্রুশের কাছে মৃত্যুর যেমন পরাজয় হয়েছিল, আমাদের সকলের সচেতনতা ও সম্মিলিত প্রয়াসে দেশীয় দুরাবস্থার পরাজয়ও শিঘ্রই হবে। পবিত্র ক্রুশের শক্তি আমাদেরকে বিজয়ী হবার উৎসাহ ও শক্তি দান করুন। †

"তিনি তাকে ভিড়ের মধ্য থেকে একাকী এক পাশে এনে তার দু'কানে নিজের আঙুল দিলেন, ও থুথু দিয়ে তার জিহ্বা স্পর্শ করলেন। পরে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাকে বললেন,' এফ্ফাথা, অর্থাৎ খুলে যাও।" (মার্ক ৭: ৩৩-৩৪)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

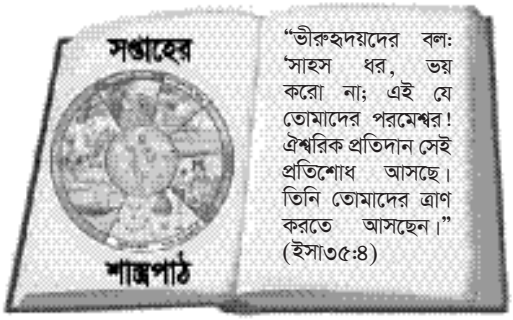


## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
### ০৮ সেপ্টেম্বর - ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

**০৮ সেপ্টেম্বর, রবিবার**
ইসা ৩৫: ৪-৭, সাম ১৪৬: ৭-১০, যাকোব ২: ১-৫, মার্ক ৭: ৩১-৩৭

**০৯ সেপ্টেম্বর, সোমবার**
**সাধু পিটার ক্লেভর**, *যাজক*
১ করি ৫: ১-৮,সাম ৫: ৪-৬, ১১, লুক ৬: ৬-১১

**১০ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার**
**টলেন্তিনো'র সাধু নিকোলাস**, *যাজক*
১ করি ৬: ১-১১, সাম ১৪৯: ১-৬, ৯, লুক ৬: ১২-১৯

**১১ সেপ্টেম্বর, বুধবার**
১ করি ৭: ২৫-৩১, সাম ৪৫: ১০-১১, ১৩-১৬, লুক ৬: ২০-২৬

**১২ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার**
**মারীয়ার পরম পবিত্র নাম**
১ করি ৮: ১-৭, ১১-১৩, সাম ১৩৯: ১-৩, ১৩-১৪, ২৩-২৪, লুক ৬: ২৭-৩৮ অথবা *সাধু-সাধ্বীদের বাণীবিতান থেকে:* গালা ৪: ৪-৭ (বিকল্প: এফে ১: ৩-৬), সাম লুক ১: ৪৬-৫৫, লুক ১: ৩৯-৪৭

**১৩ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার**
**সাধু যোহন খ্রীসোস্তম, বিশপ ও আচার্য**, *স্মরণদিবস*
১ করি ৯: ১৬-১৯, ২২-২৭, সাম ৮৪: ২-৫, ৭, ১১, লুক ৬: ৩৯-৪২

**১৪ সেপ্টেম্বর, শনিবার**
**পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব**, *পর্ব*
গণনা ২১: ৪খ-৯ (বিকল্প: ফিলি ২: ৬-১১), সাম ৭৮: ১-২, ৩৪-৩৮, যোহন ৩: ১৩-১৭

## প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

**০৮ সেপ্টেম্বর, রবিবার**
+ ১৯৭৪ সি. এলিজাবেথ ও'ব্রায়েন, এসএমএসএম

**১০ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার**
+ ১৯২৬ সি. এম. এ্যান, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৪২ সি.এম.আগস্টিন অব যীজাস, আরএনডিএম (ঢাঃ)

**১১ সেপ্টেম্বর, বুধবার**
+ ১৯৯১ ফা. আন্তোনীয় বনোলো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৩ সি. এম. যোয়ান অফ আর্ক স্পেইটস, সিএসসি
+ ২০২০ ফা. রিচার্ড উইলিয়াম টিম, সিএসসি (ঢাকা)

**১২ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার**
+ ১৯৬০ ফা. গডফ্রে ক্লেমেন্ট, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

**১৩ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার**
+ ১৯৩৮ ফা. ফ্রান্সিস বোয়ের্স, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮২ ফা. ফ্রান্সিস বার্টন, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৯ সি. মেরী ফিলেচিতা, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

## তৃতীয় খণ্ড
## খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন
(মানব ব্যক্তির মর্যাদা)

**১৮০৭** ন্যায্যতা হল একটি নৈতিক গুণ - ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর যা প্রাপ্য তা ফিরিয়ে দেওয়ার অবিচল ও অবিরাম ইচ্ছা। ঈশ্বরের প্রতি ন্যায্যতাকে বলা হয় "ধর্মের গুণ"। মানুষের প্রতি ন্যায্যতা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের, ও মানব সম্পর্কের মধ্যে মিলন স্থাপনের ইচ্ছা জাগ্রত করা, যার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যক্তি ও গণমঙ্গল-সম্পর্কিত সমতা। ন্যায়বান ব্যক্তির কথা পবিত্র শাস্ত্র বহুবার উল্লেখ করে; তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগত গুণ হল অভ্যাসগত ন্যায়সম্মত চিন্তা ও প্রতিবেশীর প্রতি তার আচরণে সততা। "তোমরা বিচার সম্পাদনে অন্যায় করবে না; তুমি গরিবেরও পক্ষপাত করবে না, ক্ষমতাশালীরও সুবিধা করবে না; তুমি ন্যায্যতা বজায় রেখেই স্বজাতীয়দের প্রতি বিচার সম্পন্ন করবে।" "তোমরা প্রভু যারা, ক্রীতদাসদের প্রতি ন্যায্যতা ও সমতার সঙ্গে ব্যবহার কর - একথা জেনে যে, তোমাদেরও এক প্রভু স্বর্গে আছেন।

**১৮০৮** মনোবল হল সেই নৈতিক গুণ, যা কষ্টের সময় দৃঢ়তা ও পরম মঙ্গলের উদ্দেশে। বিরামহীন সাধনার নিশ্চয়তা দান করে। এটি প্রলোভন দমনে ও নৈতিক জীবনের বাধা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার স্থির সংকল্পকে শক্তিশালী করে তোলে। মনোবল গুণটি ভয়, এমন কি মৃত্যু-ভয়ও, এবং পরীক্ষা-প্রলোভন ও নির্যাতনের ভয়কে জয় করতে সক্ষম করে তোলে। কোন ন্যায্য উদ্দেশ্যে নিজেকে অস্বীকার, ও জীবন উৎসর্গ করতে এটা সহায়তা করে। "প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান।" "এই জগতে তোমাদের নানা ক্লেশ আছে, কিন্তু সাহস ধর, আমি জগৎকে জয় করেছি।

**১৮০৯** মিতাচার হল সেই নৈতিক গুণ, যা ভোগসুখ নিয়ন্ত্রণ করে ও সৃষ্টবস্তু ব্যবহারের ভারসাম্য বজায় রাখে। এটি সহজাত প্রবৃত্তির ওপর ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে এবং বাসনাকে সম্মানজনক পরিধির মধ্যে সীমিত রাখে। মিতাচারী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধাগুলোকে যা-কিছু মঙ্গল সেই দিকেই চালিত করে, এবং সুস্থ বিচক্ষণতা বজায় রেখে চলে: "তোমার স্বভাব ও তোমার বলের অনুগামী হয়ো না।" প্রাক্তন সন্ধিতে বহুবার এই মিতাচারের প্রশংসা করা হয়েছে: "তোমার কামনা-বাসনা দ্বারা নিজেকে শাসিত হতে দিয়ো না।" নব সন্ধিতে মিতাচারকে বলা হয় "নিয়ন্ত্রণ" বা "আত্ম-সংযম"। আমাদেরকে করতে হবে "বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবনযাপন।"

উত্তম জীবনযাপন, সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই নয়; এর ফলে, ভালবাসা সামগ্রিক ও দূষণমুক্ত হয় (মিতাচারের মধ্য দিয়ে)। কোন দুর্ভোগ এটিকে বাধা দিতে পারে না (আর এ হ'ল মনোবল)। এটি কেবল বাধ্য থাকে [ঈশ্বরের] (এটাকে বল হয় ন্যায্যতা), এবং বিভিন্ন বিষয় অবধারণের ব্যাপারে সে সতর্ক থাকে, যাতে প্রতারণা বা ছলচাতুরী দ্বারা তাকে আতঙ্কিত হতে না হয় (আর এটি হ'ল সবিবেচনা)।

## অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

১২ সেপ্টেম্বর, পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ (অবসরপ্রাপ্ত) কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি-এর বিশপীয় পদাভিষেক বার্ষিকী। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। 'খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র' ও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি। *- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

# ক্রুশের কাছে এসো, ক্রুশকে ভালোবাসো

**ফাদার গৌরব জি পাথাং সিএসসি**

ক্রুশ খ্রিস্টানদের জন্য যিশুর নিকট হতে ভালোবাসার এক মূল্যবান উপহার, ভালোবাসার এক নিদর্শন, আত্মদানের স্মৃতিচিহ্ন, বলিদানের এক পবিত্র যজ্ঞবেদী, পাপীর মুক্তি এবং স্বর্গে যাবার সিঁড়ি। "ক্রুশটি হল প্রভু যিশুর সিংহাসন। সেই ক্রুশে দাঁড়িয়েই যিশু পাপশক্তিকে জয় করেন; সেই ক্রুশেই উত্তোলিত হয়ে তিনি সকল পাপী মানুষকে তাঁর বুকে টেনে আনেন; সেই ক্রুশেই আত্মোৎসর্গ ক'রে তিনি পরম পিতার অসীম ভালোবাসার পরিচয় ব্যক্ত করেন। যিশুর পবিত্র রক্তে সিঞ্চিত ক্রুশটি কত না মহীয়ান (প্রার্থনা বিতান)।" যে ক্রুশে যিশু তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন মানুষের জন্য। যিশু সেই ক্রুশ নিয়ে আমাদের অনুসরণ করতে আহ্বান করছেন, "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং প্রতিদিন নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক *(লুক ৯:২৩)*।" যিশুর ক্রুশের অর্থ আমরা জানি। তাঁর ক্রুশের অর্থ আমাদের কাছে হল আত্মদান, আত্মত্যাগ, কষ্টভোগ, ত্যাগস্বীকার, বিনম্রতা, ক্ষমা, ভালোবাসা ও পরিত্রাণ। তাঁর ক্রুশ পরিত্রাণদায়ী ক্রুশ, তাঁর ক্রুশীয় যন্ত্রণা ও মৃত্যু আমাদের মুক্তি। সাধু পল তাঁর প্রচারে বার বার ক্রুশের মাহাত্ম্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমরা প্রচার করি সেই ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টকেই *(১ করিন্থীয় ১:৩)*।" তিনি আবার বলেছেন, "ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রিস্টের কথা ছাড়া আর অন্য কিছুই মনে রাখব না *(১ করিন্থীয় ২:২)*।" সাধু পল ক্রুশকে নিয়ে গর্ব করার কথা ব্যক্ত করেছেন। যদি আমাদের গর্ব করতে হয়, তবে যেন ক্রুশকে নিয়েই গর্ব করি। তিনি বলেছেন, "আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের ক্রুশ ছাড়া অন্য কোন কিছু নিয়েই কখনো গর্ব না করি *(গালাতীয় ৬:১৩)*।" সাধু পল বার বার ক্রুশবিদ্ধ যিশুর সাথে একাত্ম হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে বলেছেন, "আমি চাই তাঁর দুঃখযন্ত্রণার অংশীদার হতে, তাঁর মৃত্যুর মতো মৃত্যু বরণ ক'রেই তাঁর সমরূপ হয়ে উঠতে, কোন মতে যদি এইভাবে আমিও অবশেষে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হতে পারি *(ফিলিপ্পীয় ৩:১০)*।" শুধু তাই নয়, তিনি আবার ক্রুশে যিশুর মত মৃত্যুবরণের অভিজ্ঞতাও করেছেন। তিনি লিখেছেন, "খ্রিস্টের সঙ্গে আমিও এখন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছি *(গালাতীয় ২:২০)*।" জার্মান পুরোহিত টমাস দ্য কেম্পিস (১৩৮০-১৪৭১) তাঁর খ্রিস্টের অনুকরণ বইয়ে লিখেছেন, যে ক্রুশ নিয়ে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা যায়, তবে তাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে তুমি ভয় করছ কেন? ক্রুশে মুক্তি আছে, ক্রুশে জীবন আছে, ক্রুশে আছে শত্রু থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা। ক্রুশে মাধুর্যের বর্ষণ, ক্রুশে পুণ্যের পূর্ণতা। ক্রুশ ছাড়া আর কোথাও আত্মার মুক্তি বা অনন্ত জীবনের আশা নেই। তাই তোমার নিজের ক্রুশ নিয়ে যিশুকে অনুসরণ কর, তাহলে তুমি অনন্ত জীবন রাজ্যে প্রবেশ করবে।" এছাড়াও আমাদের কাছে ক্রুশ নিত্য নতুন অর্থ বহন করে এবং নিত্য নতুন অর্থ প্রকাশ করে।

বর্তমান জগতে আমাদের জন্য ক্রুশ মানে হল দুঃখ-কষ্ট, অপমান-নিন্দা আর বোঝা বহন করা। ক্রুশ বহন করার অর্থ হচ্ছে প্রতিদিনের দুঃখ-কষ্ট, অপমান-নিন্দা সহ্য করা। অর্থাৎ

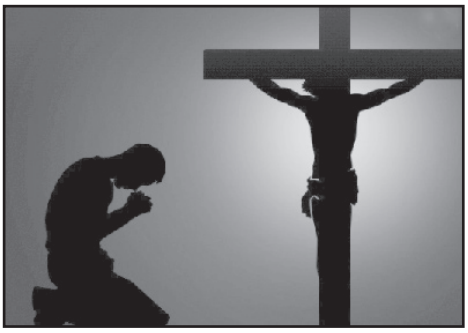

বিশ্বাসের জন্য নির্যাতন সহ্য করা, যিশুকে ভালোবাসার কারণে অপমাণিত হওয়া, খ্রিস্টীয় মূল্যবোধে জীবন-যাপন করতে গিয়ে দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্য, অপমান নিন্দা সহ্য করা। সত্য ন্যায় পথে চলতে গিয়ে দরিদ্র হওয়া, কাউকে না ঠকিয়ে কিংবা ঘুষ গ্রহণ না করে দরিদ্র হওয়া। যিশুর জন্য কষ্টভোগ সহ্য করা, পবিত্র থাকার জন্য ও পবিত্র জীবনযাপনের জন্য দুঃখযন্ত্রণাভোগ করা। টমাস দ্য কেম্পিস এর মতে,"কখনো কখনো ঈশ্বরকে না পাওয়ার বেদনা তোমাকে ভোগ করতে হবে, কখনো কখনো প্রতিবেশির কাছে তোমাকে দুঃখ-কষ্ট পেতে হবে, আর যা বেশী কষ্টকর সেটি হচ্ছে নিজেই নিজের কাছে ভার-স্বরূপ হওয়া। কোন পন্থা বা সান্ত্বনা এই অবস্থা থেকে তোমাকে উদ্ধার বা মুক্ত করতে পারবে না; ঈশ্বর যতদিন চান, ততদিন তোমাকে সেসব ভোগ করতেই হবে। কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা হচ্ছে– সান্ত্বনা না পেয়েও তুমি দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে শেখ, তাঁর সম্পূর্ণ অধীন থাক এবং কষ্টের মাঝ দিয়ে নম্র হও।" এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পরনিন্দা' প্রবন্ধে লিখেছেন, "বিধাতা যেখানে অধিকার বেশি দিয়েছেন, সেইখানে দুঃখ এবং পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন করিয়াছেন। নিন্দা দুঃখ বিরোধ যেন ভালো লোকের, গুণী লোকের ভাগ্যেই বেশি জোটে। যে যথার্থরূপে ব্যথা ভোগ করিতে জানে সেই যেন ব্যথা পায়। অযোগ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপরে যেন নিন্দা বেদনার অনাবশ্যক অপচয় না হয়।" তিনি আবার তার 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় লিখেছেন,

" – অলৌকিক আনন্দের ভার

বিধাতা যাহারে দেয় তার বক্ষে বেদনা অপার।"

এমন নানারকম ক্রুশ নিয়েই আমাদের যিশু খ্রিস্টকে অনুসরণ করতে হবে।

ক্রুশ আমাদের জীবনবৃক্ষ। আদম জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়ে মৃত্যু এনেছেন কিন্তু নতুন আদম অর্থাৎ যিশু খ্রিস্ট ক্রুশবৃক্ষ দ্বারা আমাদের শাশ্বত জীবন দান করেছেন। "তোমার বিধানে ক্রুশ বৃক্ষেই সাধিত হয়েছিল মানবজাতির পরিত্রাণ, মৃত্যুর উৎপত্তি যেমন বৃক্ষ থেকে, তেমনি নব জীবনের উদ্ভবও যেন বৃক্ষ (ক্রুশবৃক্ষ) থেকেই হয়; এক বৃক্ষে যে মহা শত্রুর হয়েছিল জয়, আর এক বৃক্ষেই খ্রিস্টের হাতে তার যেন হয় পরাজয় *(খ্রিস্টপ্রসাদীয় প্রার্থনা)*।" সেই ক্রুশবৃক্ষের সাথে সংযোগ না থাকলে আমরা শুকিয়ে যাব। তাই খ্রিস্টীয় জীবনে নিজেদের জীবনকে আরো ফলশালী ক'রে তোলার জন্য ক্রুশবৃক্ষের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। যেমন যিশু বলেছেন, "আমি হলাম দ্রাক্ষালতা আর তোমরা হলে শাখাপ্রশাখা। যে আমার মধ্যে থাকে, আর আমি যার মধ্যে থাকি, সেই তো প্রচুর ফলে ফলশালী হয়ে ওঠে *(যোহন ১৫:৫)*।" দ্রাক্ষালতার সঙ্গে যুক্ত না হলে শাখাপ্রশাখা যেমন নিজে থেকে ফল দিতে পারে না, তেমনি যিশুর সঙ্গে যুক্ত না থাকলে আমরাও ফলশালী হতে পারি না। তাই দ্রাক্ষালতার সাথে শাখা-প্রশাখার সুসম্পর্ক থাকা আবশ্যক।

ক্রুশে আমাদের জীবন উত্তোলিত হয়। ইস্রায়েল যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তখন তাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা এবং মৃত্যু এসেছে। সেই মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবার জন্য কিংবা জীবন পাবার জন্য ঈশ্বর তখন মোশীকে বললেন, "তুমি

একটি সাপের মূর্তি তৈরী কর আর একটা পতাকা-দণ্ডের মাথায় আটকে তা দাঁড় করিয়ে রাখ। যাকে যাকে সাপে কামড়েছে, তারা ওই মূর্তিটির দিকে তাকালেই বেঁচে যাবে *(গণণা ২১: ৭)*।" তেমনি যিশুকেও উঁচুতে তোলা হয়েছে। তিনি ক্রুশে উত্তোলিত হয়েছেন। এই পৃথিবীর মোহমায়া, জাগতিকতা, ভোগ-বিলাস, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, লোভ-আকর্ষণ সব কিছু অতিক্রম ক'রে ঊর্ধ্বে উঠেছেন যেন যারাই তাঁর দিকে তাকাবে তারাই জীবন পেতে পারে। যিশু বলেছেন, "তবে আমি, মাটি থেকে আমাকে যখন উঁচুতে তোলা হবে, তখন আমি কিন্তু সকলকেই আমার কাছে টেনে আনব *(যোহন ১২:৩২)*।" যিশুর মত আমাদেরও এই পৃথিবীর মোহ মায়া, ক্ষমতার লোভ, আকর্ষণ, ভোগ-বিলাস, পাপ, আমিত্ব, গর্ব অহংকার প্রভৃতি ক্রুশে বিদ্ধ করতে হবে। সাধু পল যেমন বলেছেন, "নিম্নতর স্বভাবটাকে তার যত কামনা-বাসনা সমেত ক্রুশেই গেঁথে রেখেছে *(গালাতীয় ৫:২৪)*।" তবেই তাঁর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করব এবং পুনরুত্থিত হব।

রক্তের সঙ্গে পাপের সম্পর্ক, পাপীর সঙ্গে যিশুর সম্পর্ক, যিশুর সঙ্গে ক্রুশের সম্পর্ক। যিশু কখনও পাপীকে ত্যাগ করেন না কিংবা পাপীকে ছেড়ে দেন না। তিনি পাপীকে ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না। জীবনের শেষ মুহূর্তেও দু'জন পাপীকে নিয়ে ক্রুশবিদ্ধ হলেন। একজন অনুতপ্ত পাপীকে দিলেন স্বর্গের অধিকার। তিনি বললেন, "আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে সেই অমৃতলোকে স্থান পাবে *(লুক ২৩:৪৩)*। "যিশুর রক্ত আমাদের পাপ ধৌত করে, তাঁর ক্রুশ আমাদের পবিত্র করে, আমাদের পরিত্রাণ সাধন করে এবং জীবন দেয়।

আমার জীবনে ক্রুশের অভিজ্ঞতা করেছি। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্ট জুবিলীর সময় ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের প্রত্যেক পরিবারে ক্রুশ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ক্রুশের প্রতি মানুষের এমন শ্রদ্ধা-ভক্তি ও পূজা-অর্চনা এর আগে এমনটি দেখা যায়নি। মানুষের বিশ্বাস, প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ছিল দেখার মত। আমাদের পরিবারেও জুবিলী ক্রুশটি একরাত ছিল। আমি সেই সময় ভালুকাপাড়া হোস্টেল থেকে বাড়িতে গিয়েছিলাম। তখন মা-বাবা দু'জনই আমাকে তাদের মাঝখানে রেখে ক্রুশের সামনে নিয়ে আমার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং আমাকে তারা ক্রুশের নিকট উৎসর্গ করেছিলেন। সেমিনারীতে প্রবেশ করার জন্য সেই সময় নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছিলাম কিন্তু আমি সেই দিনের কথা ভুলতে পারিনি। এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলাম। তখন আমার জীবনের ক্রুশ নেমে এসেছিল। মানুষের তিরস্কার, অপমান নানা রকম কটুবাক্য আমাকে শুনতে হয়েছিল। কিন্তু যিশুর মতই নীরবে সহ্য করেছিলাম। কেউ কেউ ভেরোনিকার মত আমার অশ্রু মুছিয়ে দিয়েছিলেন আবার কেউ কেউ শিরেনবাসী শিমনের মত ক্রুশ বহনে সাহায্য করেছিলেন। সেই সময় আমি দু'টি গান রচনা করেছিলাম। প্রথম গানটি হল:

ক্রুশকে আমি ভালোবাসি, ক্রুশকে করি ভক্তি
ক্রুশই আমার জীবন-মরণ, ক্রুশই আমার মুক্তি।

এই গানটি পরবর্তীতে 'তোমার ক্রুশ আছে বলেই' ক্যাসেটে স্থান ক'রে নিয়েছিল এবং গীতাবলীতেও যুক্ত হয়েছিল। আর দ্বিতীয় গানটি হল:

দুঃখে বোঝাইকৃত জীবনতরী ঠেকিবে না চরে
যদি সঁপিয়া দাও সব বেদনার ভার পবিত্র ক্রুশের 'পরে। গান দু'টি সেই সময় আমাকে শক্তি সাহস যুগিয়েছিল। ক্রুশ থেকে আশা ও প্রেরণা লাভ করেছিলাম। অবশেষে নানা বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ে প্রবেশ করলাম। ঈশ্বর হয়তো আমার জন্য এই সম্প্রদায়কেই মনোনীত ক'রে রেখেছিলেন। ক্রুশের কাছেই নিজেকে উৎসর্গ করলাম। সেমিনারী জীবনে প্রবেশের পর অর্থনৈতিক সংকট, দারিদ্য, বাবার চাকরি হারানো, ছোট ভাই-বোনদের লেখাপড়া বন্ধ, সহপাঠিদের সেমিনারী ত্যাগসহ নানা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ক্রুশের কাছ থেকে আশা পেতাম। বাবা-মায়ের জীবন দেখে অনুপ্রাণিত হতাম। তারা কত কষ্ট করেছেন আমার জন্য। তাদের ক্রুশের ভার, ক্রুশের বোঝা তো আমার চেয়েও ভারী। আজ এই সব চিন্তা ক'রে সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর মত বলতে ইচ্ছে করছে, "যে সারা জীবন ক্রুশে শয্যা পেতেছে, সেই ক্রুশেই মরণ বরণ তার পক্ষে কতই না আনন্দের।"

"মানুষ ঈশ্বর হবে" কবিতায় কবি অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন যিশুর মৃত্যুর কারণ এবং তাঁর মৃত্যুতে আমাদের অমরত্ব লাভের কথা। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করছি। তিনি লিখেছেন,

ক্রুশ থেকে "যিশু যদি নেমে আসতেন কি প্রমাণ হত?
প্রমাণ হতো; ঈশ্বর প্রেম ক্রুশ পর্যন্তই যেতে পারে।
ক্রুশ অতিক্রম করে যেতে পারে না মৃত্যু পর্যন্ত।
যেন যতক্ষণ ক্রুশকে বহন করে আনছে ততক্ষণই প্রেম।
যে-ই ক্রুশে বিদ্ধ হল আর প্রেম নেই।
যেন প্রেমের কোথাও টানা যায় সীমারেখা;
বলা যায় এতটুকু, অতদূর, এই অবধি।
যিশু যদি যন্ত্রণার মধ্যে প্রসন্ন হাসিমুখে বিদায় নিতেন নীরবে
আমাদের মত হতো, তিনি বুঝি আমাদের নন
ঈশ্বর হয়ে তিনিও ছেড়ে গিয়েছেন আমাদের।
মানুষ ঈশ্বরকে হত্যা করল।
মানুষকে বাঁচিয়ে দিলেন ঈশ্বর।
ঈশ্বর মানুষকে দিল নশ্বরতা
ঈশ্বর মানুষকে দিলেন অমরত্ব।"

পবিত্র ক্রুশ সংঘের মূলমন্ত্র হচ্ছে "ক্রুশই আমাদের প্রত্যাশা"। পবিত্র ক্রুশ সংঘের সংবিধান বলে, "আমাদের জীবনেও অবশ্যই থাকবে ক্রুশ এবং তার প্রতিশ্রুত প্রত্যাশা। দুঃখ-কষ্টের শিকার প্রতিটি মানুষের মুখমণ্ডল আমাদের কাছে স্বয়ং যিশুরই মুখমণ্ডল, যিনি মৃত্যুর হুল বিনষ্ট করার জন্যই ক্রুশে আরোহন করেছেন। আমাদের জীবনেও একই ক্রুশ এবং একই প্রত্যাশা থাকতে হবে *(পবিত্র ক্রুশ সংঘের সংবিধান ৮:১১৪)*।" আগামী বছরে প্রার্থনার বর্ষে যে জুবিলী হবে Pilgrims of Hope সেই উপলক্ষ্যে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস মূলভাব হিসেবে বেছে নিয়েছেন " খ্রিস্টের ক্রুশ আমাদের প্রত্যাশার দৃঢ় প্রতীক।" সেই লগোতে তিনি নোঙরযুক্ত ক্রুশ রেখেছেন। নোঙরযুক্ত ক্রুশ পবিত্র ক্রুশ সংঘেরও লগো। সমুদ্রে ঝড় তুফান এলে যেমন ক'রে নোঙর নৌকা ও জাহাজকে নিরাপদে রাখতে সাহায্য করে, মানুষের মনে আশা জাগায়, তেমনি মানুষের জীবনেও দুঃখ-কষ্টের ঝড় তুফান এই ক্রুশ মানুষের জীবনকে সুরক্ষা দেয় এবং আশা জাগায়। আমরা খ্রিস্টান আশার মানুষ। আশা নিয়ে বেঁচে থাকি। "যাদের জীবনে কোন প্রত্যাশা নেই তাদের মতো আমরা দুঃখ করি না, কেননা খ্রিস্টপ্রভু মৃত্যুকে জয় করে বেঁচে উঠেছেন, তাঁর আর মৃত্যু হবে না *(সংবিধান ৮:১১৮)*।" আমরা আশা রাখি ও বিশ্বাস করি যে, "এমন কোন ব্যর্থতা নেই যাকে প্রভুর ভালোবাসা সফলতায় পরিণত করতে পারে না, এমন কোন অপমান নেই যার প্রতিদানে তিনি আশীর্বাদ দিতে পারেন না, এমন কোন রাগের ভাব নেই যা তিনি উপশম করতে পারেন না, এমন কোন সময়সূচী নেই যা তিনি পরিবর্তন করতে পারেন না। সব কিছুর ওপরই তিনি জয়লাভ করেছেন *(পবিত্র ক্রুশ সংঘের সংবিধান ৮:১১৮)*।" তাই যিশুর সেই ক্রুশে বিজয়ী হওয়ার দৃঢ় প্রত্যাশা আসুন আমরা জীবনযাপন করি এবং সামনে এগিয়ে যাই।

# ক্রুশ : আমাদের পরিত্রাণের চিহ্ন

**ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী**

'ক্রুশের চিহ্নে আমি হয়েছি চিহ্নিত
যে ক্রুশেতে প্রভু যীশু হলেন সমর্পিত!
ক্রুশে আমার জীবন প্রাণ, ক্রুশে আমার পরিত্রাণ
ক্রুশে আমার পাপরাশি ধৌত অপনীত।'

ক্রুশ আমার পরিত্রাণ, আশা, ভালোবাসা, আত্মত্যাগ, আত্মদান ও মিলনের চিহ্ন। ক্রুশ আত্মনিবেদনের আনন্দোৎসব। খ্রিস্ট বিশ্বাসীর জীবনে ক্রুশ বিশ্বাস ও পরিত্রাণের চিহ্ন। খ্রিস্ট যিশু এই ক্রুশকে ভালোবেসে আলিঙ্গন করেছেন ও জীবনোৎসর্গ করে আমাদের জন্য পরিত্রাণ এনে দিয়েছেন। ক্রুশই পরিত্রাণ ও মুক্তি। ক্রুশ ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ ও যিশুর আত্মোৎসর্গের মিলনোৎসব। ক্রুশে যিশুর জীবনোৎসর্গের ফলে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের পুনর্মিলন সাধিত হয়েছে। ক্রুশেই মৃত্যু ও পাপের পরাজয় হয়ে বিজয় এসেছে। ক্রুশ আমার বিজয়োৎসব। ক্রুশ আমার পরিচয় চিহ্ন।

**ক্রুশ আমাদের পরিত্রাণের চিহ্ন:-** 'ক্রুশের উপরে দু'হাত বাড়ায়ে যিশু ডাকে, ফিরে আয়, ফিরে আয়।' অবাধ্যতার পাপের ফলে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ হয়। যদিও ঈশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে কখনোই ভুলে যান নাই। তিনি নিজেই মানুষকে খুঁজতে বের হন। "কিন্তু প্রভু ঈশ্বর মানুষকে ডাকলেন; তাকে বললেন, তুমি কোথায় আছ?" *(আদি. ৩:৯)*। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর যত্ন থেকে কখনোই বঞ্চিত করেন নাই। তাই তিনি তার একমাত্র পুত্রকে আমাদের দান করলেন। "ঈশ্বর জগতকে এতোই ভালোবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দিলেন, যেন সেই পুত্রে যে কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় বরং জীবন লাভ করে" *(যোহন ৩:১৬)*। ঈশ্বরের ভালোবাসা পূর্ণতা পায় যিশুর জগতে আগমন ও আমাদের জন্য ভালোবাসার বলি নিবেদনের মধ্য দিয়ে।

ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের ও সমস্ত সৃষ্টির পুনর্মিলন ঘটাতেই যিশু জগতে এসেছেন ও আমাদের জন্য ক্রুশে নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন। যিশু নিজেকে সেবক হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন যাতে করে সবাই (আমরা) তাঁর সাথে মিলিত হয়ে পিতার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়ে মুক্তির স্বাদ ও আনন্দ লাভ করি। যিশু নিজেও মুক্তির কাজকে ত্বরান্বিত করতে মন পরিবর্তনের আহ্বান জানান; "সময় এসে গেছে; ঈশ্বরের রাজ্য খুব কাছেই। তোমরা পাপের পথ থেকে মন ফেরাও এবং ঈশ্বরের সুসমাচারে বিশ্বাস কর" *(মার্ক ১:১৫)*। মন পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুসমাচার প্রচারের নিমিত্তে শিষ্যদের আহবান করেন; "তোমরা আমার সঙ্গে চল! আমি তোমাদের ক'রে তুলব মানুষ ধরা জেলে" *(মার্ক ১:১৭)*। এভাবেই যিশু জগতে মুক্তির কাজ শুরু করেন।

যিশু এজগতে সবার সহযাত্রী হয়েছেন ও মানুষের মুক্তিমুল্য রূপে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। যিশু বলেন; "মানবপুত্র সেবা পেতে আসেন নি, তিনি অন্যের সেবা করতেই এসেছেন এবং অনেক মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের জীবন দিতে এসেছেন" *(মার্ক ১০:৪৫)*। দেহরূপী বাণী, মানব যিশু মানবীয় দুর্বলতাকে (পাপ) জয় করেছেন। ক্রুশে জীবনোৎসর্গের মধ্য দিয়ে জয় করেছেন মৃত্যুর পরাধীনতা! যিশু (ঈশ্বর) ঘৃণ্য ক্রুশকে আলিঙ্গন করে পবিত্র করে তুলেছেন ও আমাদের পরিত্রাণ এনে দিয়ে। ক্রুশ হয়ে উঠেছে পরিত্রাণ ও আমার চিহ্ন। ক্রুশ আমার বিশ্বাস ও পরিচয়।

**ক্রুশ জীবন পথের আলো:-** জগতে যিশু মানব দেহ গ্রহণ, কার্যক্রম ও আত্মদান এক নতুন যুগের সূচনা করেছেন। জগতের মানুষ একটি নতুন পথের ঠিকানা পেয়েছে। খ্রিস্ট যিশু আশাহীনের আশা ও হতাশার মাঝে প্রত্যাশা আলো। যিশুতেই মুক্তি! "আমি জগতের আলো। যে আমাকে অনুসরণ করে, সে কখনো অন্ধকারে চলবে না; সে তো জীবনেরই আলো লাভ করবে" *(যোহন ৮:১২)*। তিনিই জগতের আলো, সবার ভালো ও তাঁর পবিত্র আলোয় আলোকিত করতেই মানব ইতিহাসে প্রবেশ করেছেন।

যিশু জগতে আলোরূপে প্রবেশ করে প্রাবক্তিক বাণী পূর্ণ করেন। "যে জাতি অন্ধকারে পথ চলত, তারা মহান এক আলো দেখতে পেল; যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল, তাদের উপর আলো জ্বলে উঠল" *(ইসাইয়া ৯:১)*। যিশুর ক্রুশ যন্ত্রণায় জগতে আলো নিভে গেল। "সেদিন বেলা বারোটা থেকে সারা দেশ ছেয়ে নামল অন্ধকার; বেলা তিনটে পর্যন্ত তেমনি অন্ধকারই রইল" *(মথি ২৭:৪৫)*। জগতের আলো ও যার দ্বারা (যিশুখ্রিস্ট) রচনা হয়েছে বিশ্বচরাচর *(দ্রঃ হিব্রু. ১:২খ)* তাঁর ক্রুশ যন্ত্রণা ও মৃত্যু স্মরণে সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি ছেয়ে গেল অন্ধকারে এবং তাঁরই পুনরুত্থানে বিশ্বচরাচর মুক্তির আলোর স্বাদ পেল।

**ক্রুশবিদ্ধ যিশু ও মৃত্যুক্ষণ:-** যিশু জগতের মুক্তিদাতা। তাঁরই ক্রুশ মৃত্যুতে জগতের মাঝে ঘটে গেল অভূত ঘটনা, যে ঘটনায় মানুষ দর্শন করে ঈশ্বরের মহিমা ও মুক্তির স্বাদ পায়।

**ক) উন্মুক্ত:-** "মন্দিরের সেই আড়াল পর্দাটি ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়ে দু'ভাগ হয়ে গেল" *(মথি ২৭:৫১ক)*। পর্দাটি ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছিঁড়ে যায় ও সকলের কাছে উন্মুক্ত হয় ঈশ্বরের মহিমা। পুরাতন যুগের সমাপ্তিতে শুরু হয় নতুন যুগের, যে যুগ পূর্ণতার, মিলন ও আনন্দের যুগ। যিশুর মুক্তিদায়ী জীবন দানের ফলে ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার দরজা খুলে গেল। নিশ্চিত হল পরিত্রাণ। উন্মুক্ত হল স্বর্গদ্বার।

**খ) নব জীবন:-** "একটা ভূমিকম্প হল, পাহাড়ের পাথরগুলো ফেটে গেল, খুলে গেল যত সমাধিগুহার মুখ। শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত অনেক পুণ্যজনের মৃতদেহ তখন পুনরুত্থিত হল" *(মথি ২৭:৫১খ;৫২)*। যিশুর মৃত্যুর ফলে আশাহত মানুষ আশান্বিত হল। পেল নব জীবন। কেননা যিশু ক্রুশে মৃত্যু বরণ করে মৃত্যু শক্তিকে জয় করেছেন। মানুষের পরিত্রাণ নিশ্চিত করে নবজীবন আনয়ন করেন। অন্যদিকে ধার্মিকের আত্মার পুনরুত্থানে প্রকাশিত হয় মৃত্যুতেই জীবনের শেষ নয়, নতুন ও চিরস্থায়ী জীবনের সূচনা।

**গ) স্বীকার করা:-** যিশুর মৃত্যুতে ঘটে যাওয়া ঘটনা দেখে শতানীক বলেন; "সত্যিই উনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন" *(মথি ২৭:৫৪খ)*। শতানীক প্রকৃত সত্যকে স্বীকার করে যিশুকে ঈশ্বর পুত্র হিসাবে মেন নেয়। সত্যকে স্বীকার ও মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়েই যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করে। তিনি মুক্তিদাতা। যার মৃত্যুতে জগৎ পরিত্রাণ লাভ করে।

**জীবনের উৎসধারা:-** যিশু ক্রুশে জীবন উৎসর্গ করে আমাদের পরিত্রাণের পথ দেখিয়েছেন। তিনি পিতার ইচ্ছাকে পূর্ণ করে *(দ্রঃ লুক ২২:৪২)* মানব মুক্তির জন্য ক্রুশ নিয়ে এগিয়ে চলেন মুক্তির তীর্থে। তেমনি তিনি (যিশু) আমাদেরও আহ্বান করে বলেন; "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং

নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক" *(মথি ১৬:২৪)*। খ্রিস্টকে অনুসরণ করা মানে নিজেকে অস্বীকার করে তাঁরই মত সবার মঙ্গলের জন্য জীবন পথে এগিয়ে চলা।

যিশুর ক্রুশের পানে তাকিয়ে আমাদের পরিত্রাণ নিশ্চিত হয় অনুতাপ, মন পরিবর্তন ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। "একটি সৈন্য তাঁর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল। তখনই সেখান থেকে বেরিয়ে এল রক্ত আর জল" *(যোহন ১৯:৩৩)*। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর পার্শ্বদেশ থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত ও জল আমাদের জীবন, দীক্ষাস্নান ও পরিত্রাণের চিহ্ন ও উৎস। এভাবেই আমরা ক্রুশের দিকে তাকিয়ে তৃষিত জীবনে পরিতৃপ্তি লাভ করে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করি। "যাঁকে তারা বিদ্ধ করেছে, তাঁরই দিকে তাকিয়ে থাকবে তারা" *(যোহন ১৯:৩৭)*। যিশুকেই তো সকলের পরিত্রাণের জন্য বিদ্ধ করা হয়েছে।

এমনকি যারা (শতানীক ও তার সঙ্গীরা) তাঁকে অন্যায়ভাবে বিদ্ধ করেছে বা ক্রুশে দিয়েছে তারাই স্বীকার করে বলেন, "সত্যিই উনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন" *(মথি ২৭:৫৪খ)*। তাই ক্রুশকে বিশ্বাস করে, ভালোবেসে আমরা নতুন জীবন পাই। 'ক্রুশেতে জন্ম নিলে পর, নিজেকে খুঁজে পাবি, বুঝতে পাবি, দেখতে পাবি, ভোলামন পাবি আপন ঘর।' এভাবেই সার্থক হয়ে ওঠে ক্রুশের দিকে যাত্রা আত্মদান। 'আমার ক্রুশে বিদ্ধ প্রভু আমার হৃদয়ের পূর্ণ আশা।' পরিত্রাণ ও অনন্ত জীবনের আশা।

**ক্রুশ ও আমি:-** আমি ভালোাসি যিশুকে, যিশুর পবিত্র ক্রুশ। ক্রুশই আমার পরিচয় ও পরিত্রাণ। ঈশ্বরের সাথে মানুষের পুনর্মিলন ঘটাতে যিশু মানব জাতির জন্য ক্রুশকে আলিঙ্গন করে পবিত্র করে তুলেন ও মানব জাতিকে এনে দিয়েছেন মুক্তি। 'আমার তরে প্রভু ক্রুশের 'পরে জীবন দিয়েছ তুমি।' আমাকে নিজ জীবনের ক্রুশকে (পাপময়তা, মানবীয় দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা) আবিষ্কার করা ও সেগুলোকে গ্রহণ এবং বহন করে যিশুর পিছনে এগিয়ে চলাই ক্রুশকে ভালোবাসা ও ক্রুশের প্রাণে জীবনোৎসর্গ করা।

'তুমি ত্রাণ করেছো সবারে তাই ত্রাণেশ্বর, তোমার ক্রুশের পুণ্য ছটায় উজ্জ্বল পাপীর আঁধার অন্তর।' যিশু পিতার ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে জগতে এসেছেন ও পরিত্রাণের নিমিত্তে ক্রুশে জীবন দিয়ে পাপ ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। তেমিনভাবে জীবন পথের সমস্ত বাঁধাবিঘ্ন ও প্রলোভন জয় করে বিশ্বাস ও দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যেতে হয় মুক্তির উৎসবে। যিশুর ক্রুশ বহন দেখতে বিভিন্ন ধরণের মানুষ তাঁর পিছনে পিছনে যাত্রা করেছিল। সহযাত্রিক মণ্ডলী হিসাবে আমরাও সবাই একই বিশ্বাসে ক্রুশকে ভালোবেসে, নিজ নিজ ক্রুশ নিয়ে এগিয়ে চলি মুক্তির তীর্থোৎসবে এবং বলি, প্রভু আমাকে মুক্তি দাও, শান্তি দাও, দাও পরিত্রাণ।

**উপসংহার:-** 'ক্রুশ যাহার সুপরিচয়, সত্য সাধন সার। প্রেমের যিশু, ত্যাগের গুরু, বন্ধু এ যাত্রায়।' ক্রুশ আমার ভালোবাসা। জীবন পথে চলার শক্তি। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মেনে নেওয়ার প্রেরণা। খ্রিস্ট বিশ্বাসীর ক্রুশ হল পরিচয় ও পরিত্রাণ। ক্রুশ আছে, আছে প্রেম ও জীবন। 'লেখা আছে ঐ শোণিত-লিপ্ত শিলাতে, প্রাণ দিলে ক্রুশে মানবেরে প্রেম বিলাতে।' ক্রুশে যিশুর প্রাণোৎসর্গ মানব জাতির প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ। এই ভালোবাসাতে জীবন যাপন করাই খ্রিস্টবিশ্বাসীর আনন্দ। 'প্রভু আমার, তোমার ক্রুশের ছায়াতে জীবন কাটাতে শক্তি দাও।'


## ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত ঃ ১৯৬০ খ্রীঃ রেজি.নং-৮/১০-১০-১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ ও ৪২/৩-১২-২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ

ফাদার শিউ জে. সালিভ্যান (সি.এস.সি) ভবন, ধরেন্ডা মিশন, ডাকঘর ঃ সাভার , জেলা ঃ ঢাকা।

ফোন ঃ ০১৮৭৭-৫৮৬৭১, ০১৮৭৭-৭৫৮৬৮১

ই-মেইলঃ dcccu.ltd@gmail.com, ওয়েব সাইটঃ www.dcccul.com

সূত্রঃ তারিখ 23 AUG 2024

### ৩৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২২ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় ধরেন্ডা মিশন মাঠ প্রাঙ্গনে ক্রেডিট ইউনিয়নের **"৩৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা"** অনুষ্ঠিত হবে এবং বিশেষ সাধারণ সভার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটি, ঋণদান ও পর্যবেক্ষক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভায় সকল সদস্যকে যথাসময়ে নিজ নিজ বহি/সদস্য আইডি কার্ড ও বার্ষিক সভার প্রতিবেদন সহ উপস্থিত থাকার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

উজ্জ্বল শিমন রোজারিও
প্রেসিডেন্ট
ডিসিসিসিইউএলটিডি

বিকশি পলিনুস কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
ডিসিসিসিইউএলটিডি

বিজ্ঞ/২১০/২৪

# জয় জয় পবিত্র ক্রুশের জয়

**ফাদার প্যাট্রিক গমেজ**

**অনুধ্যান:** যিশুর পবিত্র ক্রুশ আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য যে গভীর অর্থ প্রকাশ করে তা হল অসহনীয় যন্ত্রণাভোগ ও পরিত্রাণ। পবিত্র ক্রুশের গৌরব কেন? ইহূদীদের জন্য ক্রুশ মৃত্যু ছিল একটি চরম শাস্তি; জঘণ্য অপরাধ, তাই সর্বোচ্চ শাস্তি ক্রুশে ঝুলিয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা। আর যিশু এই ক্রুশীয় যন্ত্রণা, অসহনীয় যন্ত্রণা মাথা পেতে নিয়েছিলেন; শেষে ক্রুশ-মৃত্যু মেনে নিয়েছিলেন।

তবে প্রশ্ন? কেন এমনটি? উত্তর আমাদের তথা গোটা মানবজাতির পাপের ভার তিনি বহন করলেন। যে-শাস্তি আমাদের পাবার কথা, তা তিনি মেনে নিলেন! অনেকেই মনে করবেন, এটা একটা অদ্ভুত ঘটনা। দোষ করলো মানুষ, শাস্তি মাথা পেতে নিল আরেকজন। আর এই দুঃখ-যন্ত্রণা ও ক্রুশ মৃত্যু এনে দিল বিজয়। রে কবর তোর জয় কোথায় হল, রে মরণ তোর হুল কোথায় গেল? যিশুর এই ক্রুশ মৃত্যুর পরই মন্দিরের পর্দা খুলে গেল; স্বর্গের দুয়ার মানুষের জন্য খুলে গেল। অতএব খুব সহজেই যা বলতে পারি, এই ক্রুশ-মৃত্যু জঘণ্য মৃত্যু নয় বরং মুক্তিদায়ী মৃত্যু; এই ক্রুশ মুক্তিদায়ী ক্রুশ। যিশুর এই মুক্তিদায়ী ক্রুশ, ক্রুশে তাঁর এই উত্তোলন তাঁর বিজয়কে প্রকাশ করে। কিসের উপর বিজয়? পাপ ও মৃত্যুর উপর বিজয়। এই ক্রুশ আমাদের জন্য পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। পাপের অসুস্থতা থেকে আমাদের নিরাময় করেছে; ঈশ্বরের সাথে আমাদের পুনর্মিলিত করেছে। ফিলিপ্পীয়দের কাছে সাধু পলের পত্র: ঈশ্বরত্বকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইলেন না (অনাসক্ততা); আমাদের মত মানুষ হলেন (নম্রতা), পিতার (বাবার) বাধ্য হলেন (ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নিলেন শত কষ্ট, যাতনাভোগ মাথা পেতে মেনে নিলেন), ক্রুশে মৃত্যু পর্যন্ত পিতার অনুগত হলেন; মৃত্যুকেই মেনে নিলেন (আনুগত্য, বাধ্যতা)। এতে মানবজাতির কী হল? জাতি পাপ-মুক্ত হল; স্বর্গে যাবার পথ খুলে গেল এই ক্রুশের শক্তিগুণে। এর প্রকাশ যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান। এইভাবেই ঈশ্বর তাঁকে মহিমান্বিত করলেন। যিশুর এই ক্রুশ পরিত্রাণদায়ী ক্রুশ; এই যাতনাভোগ পরিত্রাণদায়ী যাতনাভোগ, এই ক্রুশ মৃত্যু পরিত্রাণদায়ী মৃত্যু। এখানেই যন্ত্রণাভোগী সেবক যিশুখ্রিস্টের গৌরব ও মহিমা। আর তাই আমরা এই ক্রুশের মহিমা কীর্তন করি। পুণ্য শুক্রবারে আমরা এই পবিত্র ক্রুশেরই আরাধনা করি: যাজক সুর করে বলেন: এই দেখ পবিত্র ক্রুশ, এর উপর জগৎত্রাতা মৃত্যুবরণ করেছিলেন; এসো আমরা এই ক্রুশের আরাধনা করি। উপাসক মণ্ডলী হাঁটু দিয়ে সুর করে বলে উঠে : হে ক্রুশ পবিত্র, আমাদের একমাত্র মুক্তির আশা; তোমাকে আমরা নত মস্তকে প্রণাম করি।

১৪ সেপ্টেম্বর সেই অনুধ্যানেই আমরা পবিত্র ক্রুশের বিজয় উৎসব করি; পাপের উপর বিজয়, মন্দের উপর বিজয়। আজ ক্রুশবিদ্ধ যিশুর দিকে একদৃষ্টে তাকাই, সেই ক্রুশের মহিমা কীর্তন করি।

**আমাদের প্রতি আহ্বান, বিজয়ী ক্রুশের আহ্বান**

(১) প্রতিদিনের ক্রুশ তথা দুঃখ-যন্ত্রণা মেনে নাও; অপমান? ধ্বংসাত্মক সমালোচনা? তোমার প্রতি অবজ্ঞা? তোমাকে হেয় করা? মিথ্যা অপবাদ? এমন সব মেনে নাও! নিওনা প্রতিশোধ। বর্তমানে এমন ধরণের ক্রুশ পরিবারে, সমাজে মণ্ডলীতে, ধর্মসংঘে, সংস্থায়, রাজনৈতিক অঙ্গনে ---সব ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে বিদ্যমান। এগুলো যারা বহন করে, করছে তাদেরই প্রকৃত গৌরব, তারাই ক্রুশের গৌরবে গোরবান্বিত। তাই প্রতিদিনের যাতনা, প্রতিদিনের ক্রুশ আলিঙ্গন করি।

(২) অপরের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও সেবা। মাদার তেরেজার মত আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের মত অন্যের সেবায় নিজেকে শুন্য করে ফেলা। বর্তমানে বন্যাকবলিত মানুষগুলোর জন্য সাধ্যমত দান করা। নিজেকে টুকরো টুকরো করা, নিঃস্ব করে ফেলা!!

(৩) বিভিন্নভাবে অন্যের দ্বারা "ক্রুশবিদ্ধ" হলেও অন্যকে ক্ষমা করা, অন্যের সাথে পুনর্মিলিত হওয়া। পবিত্র পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত গ্রহণ করা: ঈশ্বরের সাথে, মানুষের সাথে, নিজের সাথে পুনর্মিলন স্থাপন করা।

(৪) আমরা যেন ভালমত পবিত্র ক্রুশের চিহ্ন করি; শুধু পরিবারে আহারের পূর্বে ও পরে নয়; যে-কোন কাজ শুরু করার পূর্বে, কোন স্থানে যাত্রা করার পূর্বে আমরা যেন ক্রুশের চিহ্ন করি। বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার সময়ও আমরা দেখে থাকি যে, যদি একজন কাথলিক খেলোয়াড় হয়, তাহলে মাঠে নামার সময় সে ক্রুশের চিহ্ন করে। অন্য বিশ্বাসী ভাইবোনো বলতে থাকে, "সে খ্রিস্টান; ওই খেলোয়াড় খ্রিস্টান!"

(৫) এই ক্রুশই হোক আমাদের পরিচয়। আমাদের গলায় যেন আমরা ক্রুশ পরিধান করি; মফঃস্বলে, প্রত্যন্ত গ্রামে; কোন বড় সভায় সভাকক্ষে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হলে সজ্জিত বেদীর উপর বা কোন উপযুক্ত স্থানে ক্রুশবিদ্ধ যিশু আছে, এমন ক্রুশ যেন রাখি বা টাঙ্গাই।

(৬) পরিবারে পিতামাতা বা অভিভাবক যেন সন্তানদের ঠিকমত ক্রুশের চিহ্ন করতে শেখায়।

এইভাবে এবং আরো বহুভাবেই আমরা পবিত্র ক্রুশের গৌরব-কীর্তন করতে পারি, পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব করতে পারি, শুধু আজকের এই পর্ব দিনেই নয়; প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে, প্রতিটি বাস্তবতায়। জয়, পবিত্র ও মুক্তিদায়ী ক্রুশের জয়!!

## 'ঐশনন্দিনী মাদার তেরেজা'

**তার্সিসিউস গমেজ (তাসু)**

বিশ্ব বরেন্য মাদার তেরেজা এক জীবন্ত কিংবদন্তী
মহা নন্দিত, বন্দিত, পূজনীয় মায়া-মমতাময়ী।
মানুষ মহৎ হলে তার মধ্যে দেবত্ব সৃষ্টি হয়
কবিগুরু বলেছেন, ধ্রুব সত্য, কথাটি মুধুময়।
তার সেবা, নম্রতা, ভালোবাসায় সিক্ত যারা
অসহায় গরিব দুঃখী, অনাথ আর সর্বহারা।
নম্রতাই ছিল তার গৌরবের রাজমুকুট
মানবতার রাণী তিনি পেলেন বিজয়মুকুট
নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হলেন তিনি
১৯৮০ খ্রিস্টবর্ষে ভারত রত্ন খেতাবে ভূষিত হলেন যিনি।
মায়ের পরশে অন্ধ-খঞ্জ-কুষ্ঠ পেল ভরসা সাহারা
খাদ্য বস্ত্র আদর প্রেম স্নেহ পরশ পেল সর্বহারা।
এমন প্রেম স্নেহ পরশ পৃথিবীতে আজো বিরল
মানবতার রাণী চিন্তা চেতনায় ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জল।
তার সেবা শান্তি ও দয়ার কাজ বিশ্বের সর্বত্র সমাদৃত
ধনী গরীব উঁচু নিচু মৃত্যু পথযাত্রীর ভরসা একমাত্র
তিনি বলেছেন অনাকাঙ্খিত সন্তান মহান ঈশ্বরের দান
কোলে তুলে আদর যত্নে হয়েছেন যিনি মহা মহীয়ান।
করুণাময়ী তিনি বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠ সেবিকা
মাতৃমূর্তি যিনি প্রেম ভালোবাসার আলোক বর্তিকা
যুগ যুগ ধরে তিনি হৃদয়ের মনিকোঠায় সদা জীবন্ত
ক্ষুধিত -তৃষিত - বঞ্চিত হৃদয়কে করেছেন আনন্দাপ্লুত।
রাস্তায়, বস্তিতে, রেলওয়ে স্টেশনে অনাহারে অনাহুত
মানুষ, মাদার তেরেজা স্বর্গীয় পরশে, হয়েছে সমাদ্রিত।
মৃত্যু পথযাত্রী সে সব সর্বহারা এতিম, শেষান্তে হলো প্রেমসিক্ত
তার ভালোবাসার ঝর্না ধারায় অমৃত পানে হয়েছে সমাহিত।
সেপ্টেম্বর ৫ তোমার মহাপ্রয়ানে সশ্রদ্ধ প্রণাম
যুগ যুগ ধরে স্মরণে বরণে জপি তব নাম।।

# এসো আমরা সবে ক্রুশের চিহ্ন করি

**ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ**

ক্রুশের চিহ্ন হলো আমাদের বিশ্বাসের চিহ্ন। খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তাঁর পরিত্রাণদায়ী কাজে আমাদের বিশ্বাস এই ক্রুশের চিহ্নের মধ্য দিয়েই প্রকাশ করা হয়। এই চিহ্ন আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নের মাধ্যমে বুঝানো হয় আমরা সবাই খ্রিস্টের প্রতি নিবেদিত ও সম্পূর্ণভাবে খ্রিস্টের শিষ্য। ক্রুশের চিহ্নের অনুশীলন ও শিক্ষা আদিমণ্ডলীর খ্রিস্টভক্ত এবং পিতৃগণের শিক্ষার মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছে। এই রীতির মাধ্যমে ঈশ্বরের ত্রিত্বের প্রকৃতি তিন ব্যক্তি এক ঈশ্বরকে স্বীকার করি। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সমন্বয়ে পবিত্র ত্রিত্ব গঠিত। ত্রিত্ববাদ খ্রিস্টমণ্ডলীর একটি কেন্দ্রীয় বিশ্বাস। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় দীক্ষাস্নাত হয়ে আমরা খ্রিস্টীয় জীবন সাধনায় রত। যিশু বলেছেন, "তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষদের আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর" *(মথি ২৮:১৯)*। খ্রিস্টমণ্ডলীর ধর্মীয় শিক্ষায় প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের পবিত্র রাখতে ক্রুশের চিহ্ন অনুশীলন করতে আহ্বান করেন। কেননা ক্রুশের চিহ্ন একটি পবিত্রীকরণ। এই চিহ্নের মধ্য দিয়ে আমরা অন্তরের পবিত্র ভাব প্রকাশ করি।

**ক্রুশের চিহ্নের প্রধান তত্ত্ব:** খ্রিস্টধর্মের প্রধান দুটি তত্ত্ব হল- 'পবিত্র ত্রিত্ব' ও 'মুক্তি সাধন'। ক্রুশের চিহ্ন করে আমরা এই তত্ত্বটি স্বীকার করে থাকি। এক. পবিত্র ত্রিত্বে তিন জন ঐশরিক ব্যক্তি বিদ্যমান এবং মানুষের জন্য পুত্রঈশ্বর (যিশু) মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন- এই প্রধান রহস্য দু'টি কাথলিক মণ্ডলী শিক্ষা দেয়। এই ত্রিত্ব-তত্ত্ব ও মুক্তি সাধনের কথা আমরা ক্রুশ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করি। দুই. ক্রুশের চিহ্ন করার সময় 'কথা' উচ্চারণে আমরা স্বীকার করি, এক ঈশ্বরে তিন জন ব্যক্তি আছেন। তাঁরা পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। এই তিন ঐশরিক ব্যক্তি হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর। এই সত্য বোঝানোর জন্য 'নামগুলিতে' না বলে আমরা 'নামে' বলি। ক্রুশের চিহ্ন করে আমরা প্রকাশ করি, আমাদের পাপের জন্য যিশু ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। ক্রুশের চিহ্নটি তিনটি আঙ্গুল দিয়ে করা হয়। প্রথমত কপালের মাঝখানে, বুকে (হৃদয়) এবং ডান ও বাম কাঁধে স্পর্শ করা হয়। ক্রুশের চিহ্ন প্রাচীন খ্রিস্টবিশ্বাসীদের একটি প্রার্থনা। তৃতীয় শতাব্দীতে সাধু সিপ্রিয়ান বলেছেন, 'ধর্মীয় রীতিতে ক্রুশের চিহ্ন যিশুখ্রিস্টের ক্রুশ মৃত্যুর কথা স্মরণে করা হয়।' মণ্ডলীতে প্রথম দিকে ক্রুশের চিহ্নকে খ্রিস্টের চিহ্নও বলা হত।

**ক্রুশের চিহ্নের ধারণা:** পবিত্র বাইবেলের কিছু কিছু পদের মধ্যে ক্রুশের চিহ্নের ধারণা পাওয়া যায়। সাধু পলের কিছু উক্তির মধ্যে ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কনের গুরুত্বকে জানা যায়, "আমি একমাত্র যিশু খ্রিস্টের কথা, ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রিস্টেরই কথা ছাড়া আর অন্য-কিছুই মনে রাখব না" *(১ করিন্থীয় ২:২)*। "আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের ক্রুশ ছাড়া অন্য কোন-কিছু নিয়েই কখনো গর্ব না করি" *(গালাতীয় ৬:১৪)*। "প্রভু তাকে বললেন: এখন গোটা নগরটার মাঝখান দিয়ে, জেরুসালেমের মাঝখান দিয়েই হেঁটে যাও তুমি। সেখানে যে-সব জঘন্য ক্রিয়াকাণ্ড চলছে, তা-ই দেখে যারা বিলাপ করছে, হা-হুতাশ করছে, তাদের সকলেরই কপালে তুমি একটি চিহ্ন এঁকে দিয়ে যাও" *(এজেকিয়েল ৯:৪)*। সাধু অরিজেন বলেছেন, "ক্রুশ চিহ্নে চিহ্নিতকরণ যিশুর ক্রুশের সাদৃশ্যকেই তুলে ধরে। খ্রিস্টানরা তাদের কপালে এই চিহ্ন শ্রদ্ধাভরে করে থাকে। সব বিশ্বাসীরা তাদের কাজ কিংবা প্রার্থনা অথবা পবিত্র গ্রন্থ পাঠ ও শোনার শুরুতে এই চিহ্ন করে থাকে।" সাধু তের্তুলিয়ান বলেছেন, "খ্রিস্টানদের সব সময় তাদের কপালে ক্রুশ চিহ্নে চিহ্নিত করা উচিৎ। এর মাধ্যমে প্রকাশ পায় যে তারা খ্রিস্টের জন্য জীবন যাপন করছে।"

**ক্রুশের চিহ্নের ব্যবহার:** মণ্ডলীতে খ্রিস্টভক্তগণ প্রতিদিনকার জীবনে ক্রুশের চিহ্নের ব্যবহার করে থাকে। সকালে উঠে, রাতে শোবার আগে, প্রার্থনার সময়, খাবার আগে ও পরে বা কোন কাজের আগে ও পরে, ঘর থেকে বের হবার সময় অথবা যখনই আত্মা বা দেহের কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে তখনই ক্রুশ চিহ্ন করা হয়। ত্রিব্যক্তির নামে অর্থাৎ ক্রুশের চিহ্ন দিয়ে উপাসনা, প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ আরম্ভ হয়। গির্জায় প্রবেশ করার এবং বের হওয়ার মুহূর্তে পবিত্র জল হাতে নিয়ে পবিত্র ক্রুশের চিহ্ন করে থাকে। এছাড়া খ্রিস্টযাগের আরম্ভে ও সমাপ্তির সময়, যে কোন ধর্মীয় পবিত্র সংস্কার অনুষ্ঠানে পবিত্র ত্রিত্বের নামে সুসম্পন্ন করা হয়। খ্রিস্টযাগ উপাসনায় মঙ্গলসমাচার পাঠের আগে কপালে, মুখে ও বুকে বুড়ো আঙুল দ্বারা ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কন করা হয়। গির্জায় কিংবা ধর্মপল্লীর দেওয়ালে, ছাদের উপরে, খ্রিস্টভক্তদের বাড়ীর দেওয়ালে বিভিন্ন আকৃতির ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কন করে থাকে। পবিত্র ত্রিত্বের চিহ্ন এঁকে দিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করা হয়। পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ক্রুশের চিহ্ন করা হয়। আমাদের বিপদে ক্রুশের চিহ্ন রক্ষাকারী।

এসো আমরা সবে ক্রুশের চিহ্ন করি। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে। আমেন। ক্রুশের চিহ্নের মধ্যদিয়ে ত্রিত্বের প্রতি অটল বিশ্বাসের পরিচয় দিয়ে থাকি। ক্রুশ চিহ্ন দিয়েই আমাদের জীবনের শুরু। ক্রুশের আদর্শেই জীবনের গতি এবং ক্রুশের চিহ্ন দিয়েই আমাদের সমাপ্তি। 'ক্রুশের চিহ্নে আমি হয়েছি চিহ্নিত। যে ক্রুশেতে প্রভু যিশু হলেন সমর্পিত।' অর্থাৎ আমাদের জীবন ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। ক্রুশের চিহ্ন হোক আশা ও ভরসা। ক্রুশের চিহ্নে আমাদের জীবন হোক পুণ্য পবিত্র। এই ক্রুশ চিহ্ন যিশুকে আমাদের হৃদয় ও মনে ধারণ করতে সাহায্য করে। ভক্তিভরে ক্রুশের দিকে তাকানোই একটি প্রার্থনা। ক্রুশের চিহ্ন একটি আশীর্বাদ। এই ক্রুশ দ্বারাই খ্রিস্টে পরিচিত হলেন এবং আমাদেরকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করেন, "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক" *(মার্ক ৯:৩৪)*। এই ক্রুশ আমাদের পরিচয়, এই ক্রুশ আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের চিহ্ন। আসুন, আমাদের জীবন পথে প্রতিদিন ক্রুশের চিহ্ন করি।

*কৃতজ্ঞতা স্বীকার:*

১. বন্দ্যোপধ্যায়, সজল ও খ্রীষ্টিয়াঁ মিংঙো এস. জে. (সম্পাদিত): **মঙ্গলবার্তা**, জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।

২. ডি' রোজারিও, প্যাট্রিক (সম্পাদিত): **কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা**, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, জেরী প্রিন্টিং, ঢাকা, ২০০০।

৩. মরো, লুইস. এল. আর: **আমার ধর্ম পুস্তক**, 'ক্রুশ-চিহ্ন', সাধু যোষেফ প্রেস, কৃষ্ণনগর, ১৯৯৩।

# শিশু মারীয়ার জন্ম ইতিহাস

সিস্টার মেটিল্ডা কল্পনা কেরকেটা এসসি

১. তৎকালীন সময়ে যেরুশালেমে যুদা বংশে যোয়াকিম নামে একজন লোক ছিলেন। তিনি ভগবদভীরু ধার্মিক এবং সহজ সরল ছিলেন। তার একমাত্র চিন্তা ছিল তার মেষদের কিভাবে প্রতিপালন করবে এবং এই মেষ প্রতিপালন করে যা আয় হত তা হতে ধার্মিক, ঈশ্বরভীরু লোকদের জন্য সরবরাহ করতেন। তার মেষ প্রতিপালন করে যা আয় হত তা থেকে যারা ধর্ম কর্ম কাজে নিয়োজিত ছিল তাদের জন্য দ্বিগুন অংশ দিতেন। তার মেষের উল বিক্রি করে তিন ভাগ করতেন সেখান থেকে এক ভাগ দিতেন বিধবা, অনাথশিশু, তীর্থযাত্রী ও গরিবদের। দ্বিতীয় অংশটি দিতেন মন্দিরে যারা পূজা অর্চনার কাজে নিয়োজিত ছিল তাদেরকে। তৃতীয় অংশটি তার নিজের ও পরিবারের ভরনপোষণের জন্য ব্যয় করতেন। তার এই উদারতায় খুশি হয়ে ঈশ্বর মেষপালের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন। সেই সময়ে ইস্রায়েল দেশে তার মত এত ভাল লোক কেউ ছিল না। ১৫ বছর বয়স থেকে তিনি এ সব কাজ করতেন। যোয়াকিমের বয়স যখন ২০ বছর তখন তার বংশেরই ইসাকারের মেয়ে এ্যানকে (আন্না) বিয়ে করলেন। এ ভাবে নিঃসন্তান অবস্থায় কুড়ি বছর পার হয়ে গেল।

২. একদা এক পার্বণ দিনে একটি ঘটনা ঘটল। মন্দিরে যারা পূজা অর্চনা করত তারা ধূপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল তাদের মধ্যে যোয়াকিমও ছিল। তখন মন্দিরের শাস্ত্রী রুবেন যোয়াকিমের কাছে এসে বললেন তুমি ধূপধুনো দিতে পারবেনা কারণ ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করেননি, তোমাকে নিঃসন্তান রেখেছে। তুমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত। জনসম্মুখে এইভাবে অপমানিত হয়ে যোয়াকিম অশ্রুসিক্ত নয়নে মন্দির ত্যাগ করলেন এবং মেষপাল নিয়ে পাহাড়ি এলাকায় চলে গেলেন। তিনি সেখানে পাঁচ মাস রইলেন। আন্না তার স্বামীর কোন খোঁজ খবর জানতেন না। এই কয়মাস আন্না অতি বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রার্থনা করতেন আর বলতেন; "হে ইস্রায়েলের সদাপ্রভু কেন এমনটি করলে, আমাকে তুমি নিঃসন্তান রেখেছ এবং আমার স্বামীকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ। পাঁচ মাস হয়ে গেল আমার স্বামীর সাথে শেষ দেখা হয়েছে, তিনি আরো প্রার্থনা করলেন যে, যদি তার স্বামী মারা গিয়ে থাকে তাহলে তিনি যেন তার সমাধিটুকু দেখতে পায়। এই সব বলে আন্না তখনও দুঃখে বিলাপ করছিল ও বাড়ির বাগানে প্রার্থনারত অবস্থায় উর্ধ্বে চোখ তুলতেই দেখতে পেলেন লারুল গাছে চড়ুই পাখির বাসা ছিল। তিনি এসব দেখে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আরো কাঁদছেন আর বলছেন, ঈশ্বর পশুপাখী ও সরিসৃপকেও বংশ বৃদ্ধি করার সুযোগ দিয়েছ। দেখ, তারা কিভাবে তাদের পক্ষীশাবকদের নিয়ে আনন্দ করছে। আর তুমি আমাকে এসব উদারতা থেকে বঞ্চিত করেছ।" হে প্রভু, তুমি জান আমার বিয়ের সময় তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি তুমি যদি আমাকে কন্যা সন্তান বা পুত্র সন্তান দান কর তাহলে আমি তাকে মন্দিরে উৎসর্গ করব।" এ বলে তিনি যখন প্রার্থনা করছিলেন তখন হঠাৎ প্রভুর এক দূত আবির্ভূত হলেন এবং বললেন নিজেকে আর দুঃখ দিয়োনা, ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তোমাকে একটি সন্তান দিবেন সকল যুগের মানুষ তার প্রশংসা করবে যুগের শেষদিন পর্যন্ত। এ কথা বলার পর স্বর্গদূত অদৃশ্য হয়ে গেল আর আন্না এই দৃশ্য দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল এবং ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে মরা মানুষের মত পড়ে রইল। তিনি সারাদিন ও সারারাত এই ভাবে শুয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন। সে তার দাসীকে ডেকে বলল "আমি বিধবা, ভয় ও দুঃখের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তবুও তুমি আমাকে একা ফেলে দিয়েছ?" তখন তার দাসী উওরে বলল, "যখন ঈশ্বর তোমাকে নিঃসন্তান করেছে আর তোমার স্বামীকেও তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে আর আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?" এই কথা শুনে আন্না আরো কাঁদতে লাগল।

৩. যোয়াকিম যখন পাহাড়ি এলাকায় মেষ চড়াচ্ছিলেন তখন তিনি এক যুবকের সাক্ষাৎ পেলেন, যুবকটি তাকে বলল, কেন তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে যাচ্ছনা? তখন যোয়াকিম সেই যুবককে বললেন, "বিশ বছর আমি তাকে আমার কাছে রেখেছি/ বিশ বছর আমরা সংসার করেছি। যেহেতু ঈশ্বর আমাদেরকে কোন সন্তান দেননি, তার কারণে আমাকে মন্দিরে অপমানিত হতে হয়েছে, তাহলে কেন আমি তার কাছে ফিরে যাব?" যোয়াকিম আরো বললেন, তার সাথে খুবই অপমানজনক ব্যবহার করা হয়েছে। ঈশ্বর যতদিন পর্যন্ত না কোন সন্তান দান করেন তাদের জীবনকে আলোকিত করেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি সেখানে থাকবেন এবং গরীব, অনাথ, বিধবা ও মন্দিরে যারা পূজা উপাসনার কাজে নিয়োজিত তাদের প্রতি তার দয়ার কাজ চালিয়ে যাবেন। যুবকটি তখন বলল, আমি ঈশ্বরের দূত এই একই দিনে আমি তোমার স্ত্রীর কাছে দেখা দিয়েছি ও তাকে এই দুঃখের মুহূর্তে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছি। তোমার অবশ্যই জানা উচিত সে এখন গর্ভবতী, শিশুটি পবিত্র আত্মায় আচ্ছাদিত হয়ে মন্দিরে বসবাস করবে, নারীকূলের মধ্যে তাকে ধন্যা বলা হবে। তার মতো এমন নারী এখন এবং ভবিষ্যতে কেউ ছিল তা কেউ বলতে পারবেনা। পাহাড় থেকে নেমে এসে তোমার স্ত্রীর কাছে যাও, সে এখন গর্ভবতী। ঈশ্বর তার মধ্যে দিয়ে তোমার বংশকে আশীর্বাদ করেছেন অতএব ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও। ঈশ্বরের প্রশংসা হউক এবং সেও মা হওয়ার জন্য যুগে যুগে ধন্য হউক। এই সব কথা শোনার পর যোয়াকিম যুবকটির পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললেন, "তোমার এই দাস যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকে তাহলে কিছু সময়ের জন্য এই দাসের তাবুতে এসে তোমার এই দাসকে আশীর্বাদ কর। কিন্তু স্বর্গদূতটি তাকে বলল, "নিজেকে আর দাস বলোনা, আমরা একই ঈশ্বরের দাস'। তখন স্বর্গদূতটি বলল : 'মানুষের কাছে তার খাবার ও পানীয় অদৃশ্য। সুতরাং তোমার তাবুতে আমাকে আসতে বলোনা। আমাকে যা দিবে বলে মনস্ত করেছিলে বরং তা ঈশ্বরের কাছে আহুতি হিসেবে নিবেদন কর'। তখন যোয়াকিম একটি নিখুঁত মেষশাবক নিল এবং স্বর্গদূতকে বললেন, ঈশ্বর ভগবানকে আহুতি দেওয়ার মত সাহস আমার নেই যদি না তুমি আমাকে আদেশ দিতে'। এর উত্তরে স্বর্গদূত যোয়াকিমকে বলল আমিও বলতাম না, যদি না আমি ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতাম। এরপর যোয়াকিম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আহুতি দিল এবং স্বর্গদূত স্বর্গের উদ্দেশ্যে রওনা হল আহুতির সুবাস নিয়ে। যোয়াকিম মাটিতে উপুড় হয়ে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই অবস্থায় রইল। তার দাসেরা এবং চাকরেরা এই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ভয় পেয়ে গেল কারণ তারা জানতনা, তাই তারা মনে

করল তিনি হয়তোবা তার জীবনটা শেষ করে দিতে চান। তারা তাকে মাটি থেকে কোনমতে টেনে উঠালো। এরপর তিনি তাদেরকে তার দিব্যদর্শনের কথা জানালেন এতে তারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হল। এই কথা শোনার পর তারা তাকে জোরাজুরি করতে লাগল, আর বলল: "স্বর্গদূত যে আদেশ দিয়েছে তা তিনি যেন মেনে নেন এবং আর দেরী না করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যান।' যোয়াকিম তখনও ঘুমের ঘোরে ছিলেন এবং বাড়ি ফিরে যেতে ইতস্তত করছিলেন, তখন স্বর্গদূত আবার তাকে দর্শন দিলেন, যে স্বর্গদূতকে তিনি দেখেছিলেন যখন তিনি জেগে ছিলেন। তখন স্বর্গদূত তাকে বলল, আমাকে তোমার রক্ষি হিসাবে দেওয়া হয়েছে আর দেরী না করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসো, তোমার স্ত্রী ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়েছে। তোমাদের একটি সন্তান দেওয়া হয়েছে যা এর পূর্বে তার মত কোন প্রবক্তা বা কোন সাধ্বী ছিলনা এবং ভবিষ্যতেও তার মত কেউ হবে না। যোয়কিম ঘুম থেকে জেগে উঠে তার রাখালদের ডেকে তার স্বপ্নের কথা বললেন। রাখালরা আরাধনার ভঙ্গিতে প্রভু পরমেশ্বরের চরণে প্রণত হল এবং যোয়াকিমকে বলল, "স্বর্গদূতের কথা যেন তিনি অমান্য না করেন। আর বলল, চল আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হই। ৩০দিন যাত্রা করার পর যখন তারা কাছাকাছি আসল তখন এক স্বর্গদূত আবার আন্নাকে দেখা দিলেন তখন তিনি প্রার্থনারত ছিলেন। তখন স্বর্গদূত আন্নাকে বলল, সোনালী তোরণদ্বারে তোমার স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাও, সে আজকে পৌঁছাবে। স্বর্গদূতের কথামত তার দাসীর সাথে সেই গেটে গেল এবং প্রার্থনা করতে লাগল। এইভাবে প্রার্থনা করার পর সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। এরপর উপরে চোখ তুলতেই যোয়াকিমকে দেখতে পেল। সে তার মেষপাল নিয়ে আসছে। আন্না দৌঁড়ে গেল সাক্ষাৎ করার জন্য এবং তাকে জড়িয়ে ধরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল: "আমি বিধবা ছিলাম, এখন আমি তা আর নই, ছিলাম সন্তানহীন আর দেখ এখন আমি গর্ভবতী।" এই সংবাদ শোনার পর তার আত্মীয় পরিজন ও প্রতিবেশিদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। এমনকি সমস্ত ইস্রায়েল জাতির মধ্যে উৎসব মুখর পরিবেশ তৈরী হল।

৪. এর পর নয়মাস যখন অতিবাহিত হল আন্না এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন। তিনি তার নাম রাখলেন মারীয়া।

মা মারীয়ার জন্ম সম্পর্কে অনেকেই বেশী কিছু জানেনা। তাছাড়া যেহেতু মা মারীয়ার জন্মদিন ৮ সেপ্টেম্বর তাই মা মারীয়ার জন্মদিনের ইতিহাস সম্পর্কে আমার এই লেখা।

# শিশু মারীয়ার জন্ম হচ্ছে "পরিত্রাণের আশা ও আলোকচ্ছটা"

**সিস্টার অলি তজু এসসি**

প্রতিটি নব জাতকের আগমন একটি শুভ বার্তার ঈঙ্গিত, একটি ইতিহাসের সূচনা এবং আনন্দঘন ও আশীর্বাদিত দিন। অন্যান্য শিশুর মত ঈশ্বর জননী মা-মারীয়াও সাধ্বী আন্না ও সাধু যোয়াকিমের কোলে এ পৃথিবীতে জন্মে ছিলেন সাধারণ এক শিশুর মত। শিশু মারীয়ার জন্ম ঈশ্বরের এক মহাপরিকল্পনা, মুক্তির আভাস মাখা এক নব অধ্যায়ের সূচনা। যদিও পবিত্র বাইবেলে মা-মারীয়ার জন্ম ও শৈশব সম্পর্কে উল্লেখ নেই, তবে এ্যাপোক্রিপাল বাইবেলে সাধু যাকোবের মঙ্গল সমাচারে মা-মারীয়ার জন্ম কাহিনী ও পরিবার সম্পর্কে উল্লেখ আছে। ৮ সেপ্টেম্বর হলো মা-মারীয়ার জন্মদিন। মুক্তির ইতিহাসে ও বিশ্বমণ্ডলীর জীবনে আশীর্বাদিত একটি দিন। খ্রিস্টমণ্ডলীতে মা-মারীয়াকে ঘিরে পালিত হচ্ছে বেশ কিছু পর্বদিন, প্রতিপালিকা হিসেবে পালন করা হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পর্বীয় উৎসব, পবিত্র উপাসনায় স্থান করে নিচ্ছে অজস্র গান। কিন্তু "শিশু মারীয়া" এখনো অনেকের কাছে একটা রহস্য, রয়ে গেছে অজানা অজ্ঞাত। অনেকে শিশু মারীয়ার প্রতি ভক্তিকে এবং পর্ব উদ্‌যাপনকে মনে করেন শুধুমাত্র সিস্টারস্ অব্ চ্যারিটি সম্প্রদায়ের প্রাইভেট আধ্যাত্মিকতা বা পার্বণ। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। শিশু মারীয়া বা মা-মারীয়া তো মণ্ডলীর সবার, তিনি ঈশ্বর জননী। যিনি পরিত্রাণ কার্যে সহায়ক তাঁর জন্ম উৎসব তো গোটা মানব জাতির জন্য। তবে হ্যাঁ, এই শিশু মারীয়ার ভক্তির সূচনালগ্ন ইটালিতে, কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং আমাদের বাংলাদেশেও এই পার্বণ বেশ ঘটা করে পালন করা হয় এবং বেশ জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে। শিশু মারীয়ার ঐশরিক উপস্থিতি ও বিশেষ অনুগ্রহ দানের বহি:প্রকাশ আমাদের সম্প্রদায় "সিস্টারস্ অব্ চ্যারিটির" জীবনে সূচিত হয় ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ৯ সেপ্টেম্বর ইটালিতে আমাদের ধর্মীয় সংঘে একটি আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে। সেই থেকে আজ অবধি বহু খ্রিস্টভক্তগণ তাঁর মধ্যস্থতায় বিশেষ অনুগ্রহ ও অলৌকিক কৃপা লাভ করে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে ছুটে আসছে। অনেকে তাদের প্রার্থনার ফলে অলৌকিক কৃপা লাভ করছে।

**আধ্যাত্মিকতা:** আমরা "সিস্টারস্ অব্ চ্যারিটি" সম্প্রদায় শিশু মারীয়ার আধ্যাত্মিকতার একটি অধ্যায় গভীরতম ধ্যান-ধারণার নিমিত্তে অজ্ঞাত একটি রহস্যটিকে গভীরতর করার কর্তব্য পালন করছি। শিশু মারীয়ার আধ্যাত্মিকতা খ্রিস্টমণ্ডলীতে এক ঐশ আশীর্বাদ। তাঁর বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা আমাদেরকে আলো দান করেন। তিনি ছিলেন নম্র-বিনীত। তাই তো তিনি ঐশ আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলেছিলেন "আমি প্রভুর দাসী, তোমার বাক্যানুসারে আমার গতি হোক।" দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলে বলা হয়েছে "মারীয়া পৃথিবীতে আসেন যাতে তাঁরই সঙ্গে এ পৃথিবী নবায়িত হয়ে ওঠে। মারীয়া হচ্ছেন পরিত্রাণের আশা ও আলোকচ্ছটা।" ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর, পোপ দ্বিতীয় জন পল মিলান শহরে শিশু মারীয়ার তীর্থ স্থানটি পরিদর্শন করেন এবং বলেন "ধন্যা কুমারী মারীয়া যাঁকে আমরা তাঁর অতি নির্মল, পবিত্র শৈশবে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করে থাকি; তিনি যেন আমাদেরকে মঙ্গলসমাচারে এবং শিশু সুলভতা ও পবিত্রতার উপায়গুলো আরো বেশী করে শিক্ষা দেয়।" তাঁর আধ্যাত্মিকতা বহু খ্রিস্টভক্তের জীবনকে স্পর্শ করে চলছে। তাঁর প্রতি ভালোবাসা, প্রার্থনা ও আস্থা আজও পর্যন্ত অক্ষুন্ন রয়েছে এবং গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

মুক্তির ইতিহাসে, মাতামণ্ডলীর জীবনে মারীয়ার জন্ম হচ্ছে পরিত্রাণের আশা ও আলোকচ্ছটা। তিনি সান্ত্বনার স্থান, আলো আর বিশ্রাম। তাঁর শৈশবের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যেই ৮ সেপ্টেম্বর মহাসমারোহে এই পর্ব উদ্‌যাপন করে থাকি। তাই আসুন তাঁর কাছে কৃপা যাচ্না করি তিনি যেন দোলনা হতে তাঁর ছোট হাতদুটি বাড়িয়ে আমাদের উপর আশীর্বাদ ছড়িয়ে দেন।

(**কৃতজ্ঞতা স্বীকার:** Book of "Maria Bambina" Historical Background)

# প্রাত্যহিক জীবনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও চ্যালেঞ্জসমূহ এবং বাস্তব কিছু করণীয় পদক্ষেপ

সিস্টার রেবা ভেরোনিকা ডি'কস্তা আরএনডিএম

আমাকে একটু জল দাও (যোহন ৪: ৭-৪২) যিশু নিজেই সংলাপ শুরু করেছেন, তাও এক নারীর সাথে। আবার শমরীয় নারী। কারণ তৎকালে ইহুদী ও শমরীয়দের মাঝে জটিল ও বিরাট বৈষম্য ছিল। যিশু প্রথমে চাইলেন, তারপর নিজের ঐশ সম্পদ দান করলেন। দু'জনে অনেক গভীর তত্ত্ব নিয়ে সংলাপ করলেন। প্রয়াত বিশপ যোয়াকিম বলতেন, "মানুষ আমার ভাইবোন, প্রেম ও সেবা আমার ধর্ম, ন্যায় ও সত্য আমার উত্তরীয়"। ঈশ্বর, ভগবান, আল্লাহ্ যে নামেই ডাকি, সৃষ্টিকর্তা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রেম, একতা ও সংযোগ প্রকাশ করার জন্য। এই যোগাযোগ বেঁচে থাকে সম্পর্ক ও প্রবাহমান প্রেরণা সহভাগিতার অভিজ্ঞতায়।

**সংলাপ কি?**

সংলাপ হল যোগাযোগ ও সম্পর্ক।

**প্রাত্যহিক জীবনে সংলাপ:** আমাদের দৈনন্দিন কাজে, শিক্ষাঙ্গনে, খেলার মাঠে, হাট-বাজারে, পথে-ঘাটে, অফিস-আদালতে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভাইবোনদের সম্মুখীন হই। সেখানে যে কথোপকথন চলে তাই সংলাপ। এই সংলাপের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ব্যক্তির নীতি, মূল্যবোধ, আচার আচরণ থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধের সাক্ষ্য আদান প্রদান করি। শিক্ষাঙ্গনে আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের একই সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকি, একই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেষ্টা করি। যে যানবাহনে চড়ি, তাদের সাথে আমাদের সংলাপ হয়। গ্রামগঞ্জে তো কথাই নেই, একই সাথে লেখাপড়া, খেলাধূলা, পর্বপালন করার মাধ্যমে প্রাত্যহিক জীবনে সংলাপ চলে।

**আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রয়োজনীয়তা:** আমরা এমন একটি দেশে বাস করি যেখানে নাগরিকগণ বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসে সমৃদ্ধশালী। তাই সংলাপ হতে হবে আমাদের জীবনের ওতপ্রোত অংশ। আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলতেন, "ধর্ম যার যার, উৎসব সবার"। আর একজন বলেন, "ধর্ম যার যার, মানবতা সবার।" আমরা কিন্তু ছোটবেলা থেকেই অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাইবোনদের সাথে চলাফেরা করছি। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করি। সংলাপ, পুনর্মিলন, সম্মান, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, জ্ঞান, শিক্ষা ও শান্তি সহাবস্থান করতে সহায়তা করে।

**আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এর চ্যালেঞ্জসমূহ:** প্রাত্যহিক জীবন এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অবশ্যই বহুমুখী চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অন্যান্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা না রাখা, বা না দেয়া বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ভুল বিচার করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। হৃদয়মনের সংকীর্ণতা বড় একটা বাঁধা। অন্যদের দূরে রাখা এবং পরস্পরের নিকটে বা কাছাকাছি না আসা। অন্যদের পৃথক করে রাখা বিচ্ছিন্নতাকেই প্রকাশ করে। পরিষ্কার ধারণার অভাব ও গোপনীয়তা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এর চ্যালেঞ্জ। অন্যদের আচরণ এবং তার ধর্ম সম্বন্ধে পরিচিতি না থাকা, মুখোমুখি উপস্থিতি না থেকে ইতিবাচক আন্তঃধর্মীয় সংলাপ করা যায় না। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এ দূরত্বের কারণে অন্যদের মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাসের নীতিমালা সম্বন্ধে ধারণা থাকে না। দূরত্বের কারণে যোগাযোগের মাত্রা এবং সহযোগিতা এবং এক সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অন্য ধর্ম সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারনা বিপদজনক।

**আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এর একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো শব্দচয়ন ও বাচন ভঙ্গি:** উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের বিশ্বাস ও মনোভাবের উপর নিজস্ব বিশ্বাস ভিত্তিক শব্দ ব্যবহার করা। তাতে সংলাপের চেয়ে বিশৃঙ্খলা বেশী সৃষ্টি হয়। আমার একটি ছোট্ট অভিজ্ঞতা হয়েছিল ফিলিপাইনে কোন এক সভায়, এক বক্তাকে আর কথা বলতে দেয়া হয়নি। যতদূর সম্ভব সর্বজনীন ভাষা ব্যবহার করা শ্রেয়। সংলাপে প্রথমে অন্য ধর্মের ভালো শিক্ষা তুলে না ধরে, বরং প্রশ্নবিদ্ধ দিক তুলে ধরা সংলাপে বাঁধাস্বরূপ হয়। গোরা বা ধর্মান্ধ ব্যক্তি দিয়ে সংলাপ শুরু করলে সংলাপ নেতিবাচক হবে।

**সংলাপ এর মনস্তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ:** যাকে কেউ অপছন্দ করে এমন কারো পাশাপাশি বাস করা মনস্তাত্ত্বিকভাবে কষ্টকর। দূরত্ব তখন সম্পর্ককে আরো দূরে ঠেলে দেয়। আমি মনে করি, সংলাপের কয়েকটা স্তর রয়েছে- প্রাত্যহিক জীবন এবং সংলাপ একটা ভাসমান স্তরে রয়েছে, ইগো সেখানে অনেকটা কাজ করে। নিজ ধারণা ও জানার প্রেক্ষাপটে সংলাপ চলে। দু'প্রান্তিক যাত্রা যেমন বিশ্বাসের গভীরে প্রবেশ করলে অনেক উপরে ওঠা যায়, সুপার ইগোতে পৌছানো যায়। সেখানে ধর্মীয় সংলাপের কেন্দ্রে সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায় ও সহভাগিতা করা সম্ভব হয়। আবার অবচেতন মনের অবস্থানও কাজ করে যেখানে রয়েছে অহমিকা, বড় হওয়ার প্রবণতা, রেষারেষি, দ্বন্দ্ব, কোলাহল, ভুল বোঝাবুঝি, অন্যকে ছোট করে নিজেকে বড় ভাবা, মিথ্যা আবেগ ও অনুভূতিগুলো। সেখানে সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি অনুভব করার অভাব থেকে যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে দায়িত্বশীল হয়ে এই অনুভূতিগুলো ব্যবহার না করলে সংলাপ অসম্ভব হয়। সংলাপকে ফলপ্রসূ করতে হলে অবচেতন মনের অনুভূতিগুলোকে খুঁজে নিয়ে মানুষকে সঠিক ব্যবহার করতে শিখতে হবে।

**জাতীয় ও কৃষ্টিগত চ্যালেঞ্জসমূহ:** আমার স্বল্প অভিজ্ঞতা থেকে কিছু লক্ষ্যণীয় বিষয় বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভাইবোনদের মধ্যে কিছু কিছু মনোবিবাদ লক্ষ্য করা যায়। এই বিভ্রান্তি অনেকসময় সংঘর্ষে পরিণত হয়।

ক) এই মনোবিবাদ বিশ্বাসের প্রশ্ন নিয়ে নয়; বরং নানা ধরনের কারণে হয়ে থাকে।

খ) সমতলে জায়গা সম্পত্তি নিয়ে- আবার পাহাড়ী জনগোষ্ঠী এবং বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানপাহাড়ীগণ বিশ্বাস করে যে মুসলমানদের অনেক আগে থেকেই তারা সেখানে বসবাস করছে, তাই ভূমি তাদের এবং সেখানে বসতীকারী মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাহাড়ীদের সামাজিক কৃষ্টি ও ধর্মীয় পরিচিতির জন্য একটা ভীতি।

গ) সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য; মূলত: ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপার প্রধান কারণ নয়।

**আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা:** প্রাত্যহিক জীবনে একই দেশের জনগণের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণ বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন না করা, সম্মান না করা, পরস্পরকে গ্রহণ না করা, সহভাগিতার মনোভাবের অভাব, জাতি, আদিবাসী, উপজাতিগত ভেদাভেদ করা, অর্থনৈতিক শ্রেণিভেদ, কৃষ্টিগত তফাৎ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব কোলাহল। উল্লিখিত সংঘর্ষ দেখা দেওয়ার কারণে দেশে অরাজকতা ও দেশকে গড়ে তোলা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ ক্ষেত্রে ধর্মগত সংঘর্ষ তেমন দায়ী নয়। কিন্তু অনেক সময় এই সাংঘর্ষিক কারণগুলো ধর্মকেও জড়িয়ে ফেলে, আবার ধর্মদোহাই

এই দ্বন্দ্বে ইন্ধন যোগায়। ধর্মকে ব্যবহার করা হয় বিচ্ছিন্নতা ও সংঘর্ষকে উৎসাহিত করতে।

**সমষ্টিগত সমস্যা:** সকলে একসাথে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি। খ্রিস্টান এবং মুসলমান বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী সকলে বর্তমান বা আধুনিক যুগের সমাজে কিছু সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে, যেমন বস্তুবাদ, ব্যক্তি জীবন বা জনসাধারণের জীবন থেকে ঈশ্বরকে একপাশে করা/বাদ দেওয়া, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে অনৈতিক ব্যবহার। ধনী গরীবের চলমান ব্যবধান দিনে দিনে গভীর হচ্ছে, সেটা ব্যক্তিগত হোক বা দেশ বা মহাদেশগত হোক। ড্রাগ, যৌনহয়রানী, গর্ভপাত, ডিভোর্স, বহুবিবাহ, পরকিয়া, আত্মহত্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। যুব সমাজ সঠিক শিক্ষা থেকে পিছিয়ে পরছে, টেকনোলজির যুগে যুবসমাজ আজ দিশেহারা। যেহেতু একসাথে সমস্যার মুখোমুখি সকলে, সংলাপের মধ্য দিয়েই সেই সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে।

**আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এর বিশ্বরূপ চ্যালেঞ্জসমূহ:** বিশ্বের কোন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান অধ্যুষিত দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ নির্যাতিত হলে তার রেষ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। যে কোন ধরনের অরাজকতা, সেচ্ছাচারিতা ও বৈরীতা যা মানবজাতির ব্যক্তি ও জীবনের পবিত্রতাকে অশ্রদ্ধা করে, তা অবশ্যই দণ্ডনীয়। খ্রিস্ট ধর্ম প্রত্যেককে আহ্বান করে ভালোবাসা ও ন্যায্যতা অনুসরণ করতে। কিন্তু ভালোবাসা ও ন্যায্যতার বিপরীতে যদি অন্য ধর্মের সাথে প্রতিযোগিতা প্রাধান্য পায় তবে নেতিবাচক মনোভাবই প্রকাশ পাবে। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে এই সব দ্বন্দ্বের কারণে সঠিক সুরাহা না করলে ধর্মযুদ্ধে অধঃপতিত হয়। এই ভীতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থা সর্বজনীন প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। তবে আমরা সমগ্র মুসলিম বা হিন্দু বা খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ ধর্মকে দোষারোপ করতে পারি না কোন এক আংশিক কারণে। বিশ্বাস একটি বড় চ্যালেঞ্জ বর্তমানে। গোপনীয়তা রক্ষা করা আর একটি চ্যালেঞ্জ। সবজান্তা মনোভাব, আমি সব জানি, আমার কাছে সমস্ত সত্য, এই মনোভাব সংলাপের পরিপন্থি। অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন ধর্মের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনে অনীহা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

**সংলাপের প্রতি অনীহা:** অনেক সময় আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করি। কিন্তু আন্তঃধর্মীয় সংলাপে প্রবেশ করতে একটু দ্বিধাবোধ লক্ষ্য করা যায়। এর কিছু কারণ থাকতে পারে যেমন এই আলাপ আলোচনা করে কি লাভ হবে? অনেকে মনে করে অন্যেরা আমার কথা কতটুকু হৃদয় দিয়ে বুঝবে। সংলাপের উদ্দেশ্য কি হতে পারে? ধর্ম নিয়ে আলাপ করা তো ঠিক না। আমরা কতটুকুই বা জানি? শুধু মাত্র পণ্ডিত বা ধর্মতাত্ত্বিক ব্যক্তিগণই ধর্ম নিয়ে আলাপ করতে পারেন।

বিশ্বাস ও ধর্মীয় স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা। ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু উপস্থিতির প্রভাব। কোন কোন সমাজে, দেশে জনসমাবেশে নিজ নিজ ধর্ম, বিশ্বাস পালনে বাঁধা প্রদান। নিজ নিজ ধর্মপালন করা একটি মৌলিক অধিকারের আওতায় পরে এবং সেখানে হস্তক্ষেপ করা। প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে তার ধর্ম বেছে নেওয়ার ও অনুশীলন

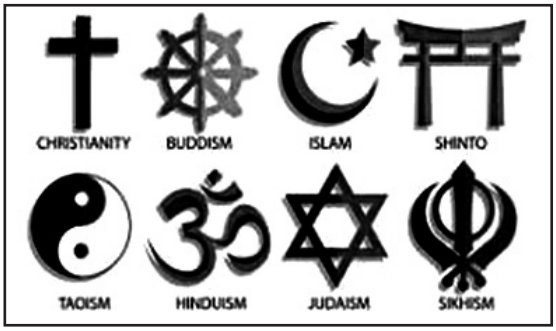


করার। এই ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা সংলাপের পরিপন্থি বা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

**বাস্তব কিছু করণীয় পদক্ষেপ:** অন্তরের উন্মুক্ততা বলে একটি ব্যপার রয়েছে। হৃদয়মনের উন্মুক্ততা দিয়ে অন্যদের সমৃদ্ধ করা এবং অন্যদের দ্বারা নিজে সমৃদ্ধবান হওয়া। এই পদ্ধতিতে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা রয়েছে, যা থেকে আমাদের উঠে আসতে হবে। আমাদের সংলাপ দৃঢ়ভাবে চালিয়ে যেতে অনেক কিছু শেখার ব্যাপারে অধ্যবসায়ী হতে হবে। সংলাপে এমন ব্যক্তির উপস্থাপনা দিয়ে শুরু করা, যার দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ অনুকরণীয়, তবেই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ফলপ্রসূ হবে। মণ্ডলী জোর দিচ্ছে মানুষ যেন অতীত দ্বন্দ্ব ভুলে, সততার সাথে পারস্পরিক বুঝাবুঝি, সামাজিক ন্যায্যতা ও নৈতিক মূল্যবোধে মানব জাতির শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য একত্রে কাজ করতে পারে (N.A 3.)। আমি বিশ্বাস করি, "অন্ধকারকে অভিশাপ না দিয়ে একটি মোমবাতি জ্বালানোই শ্রেয়"। যে কোন সংলাপের মধ্যে অন্তর্নিহিত মিশন কাজ রয়েছে। সেখানে পূর্ণ করার বিশেষ উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা থাকে। প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তকে সেই মিশন সম্পর্কে সঠিক ধারণা বা চারিত্রিক দিক ভেবে সচেতনতা অর্জন করতে হবে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের উৎসাহিত করা তাদের অভিজ্ঞতা, ধারণা ও স্বপ্ন আমাদের সাথে সহভাগিতা করার জন্য (N.A 2.)। সহভাগিতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে অন্যদের সাথে আমাদের এক মিলন সংলাপ চলে। মিলন হল সুসম্পর্ক। সংলাপ মিলন সেতুবন্ধন গড়ে তোলে।

**ফরমেশন প্রোগ্রাম/ গঠনমূলক প্রোগ্রাম প্রয়োজন:** এই প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টভক্তগণ সংলাপের লক্ষ্য অনুধাবন করতে পারবে। আমরা তপস্যাকাল ও রমজান এর তাৎপর্য একসাথে বুঝতে ও সহভাগিতা করতে পারি। গৃহীত কার্যকলাপ মূল্যায়ন করা। এই মেলামেশা অনেক আনন্দ দেয় আবার অনেক চ্যালেঞ্জ ও বাঁধাও দেয়। আরো বেশী এবং গভীর বিশ্বাসের প্রয়োজন হয় বা ডাক আসে। মৌনধ্যানের প্রয়োজন উপলব্ধি হয়। সংলাপের জন্য বিভিন্নধরণের প্রোগ্রাম এবং কার্যাবলী প্রস্তুত বা তৈরী করতে হবে। ধর্মপ্রদেশীয় বা ন্যাশনাল পর্যায়ের মিটিং শুধু মাত্র সদস্যদের গঠনের জন্য নয়, বরং প্রোগ্রাম এবং কার্যকলাপের পরিকল্পনা করার জন্যও। মিটিংগুলো পালকীয়ও হতে হবে। যারা সংলাপে জড়িত তাদের মিটিংএ যোগদান করতে হবে। (observation, study, promoting, structuring, articulation, restructuring) পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন, উৎসাহ দান, গঠন, ব্যক্ত করা, পুনর্গঠন করা, এ পদ্ধতিতে এগিয়ে নিতে হবে। প্রয়াত বিশপ টুডটুড ফিলিপাইনের মিনডানাও দ্বীপের সেন্ট্ মেরীস মারাউয়ী শহরে বলেছেন, সংলাপের স্বপ্ন অবস্থান করে তিনটি খুঁটির উপর ইমারসন, ভিশন, কনটেমপ্লেশন - একটি অনুপস্থিত হলে, ধ্বসে পড়বে।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাইবোনদের অনুভূতির প্রতি দৃষ্টিপাত করে এগুতে হবে: তারা যেন কোন ব্যাপারে রুষ্ট না হয়, যেন কোন ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোন গোপন উদ্দেশের গন্ধ না পায়। তারা যেন কোনভাবেই না দেখে যে আমরা পুরো গোষ্ঠী বা অঞ্চলকে ধর্মান্তরিত করছি। আমাদের প্রত্যেককে একত্রে কাজ করতে হবে ধর্মযুদ্ধ থামানোর জন্য নয় শুধু, কিন্তু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যে দুর্বলতাগুলো রয়েছে তা দূরীকরণ করতে। সর্বোপরি, সকলকে কাজ করতে হবে নিজ নিজ কমিউনিটির গঠনদান যেখানে কৃষ্টি এবং মূল্যবোধগুলো মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পদ হয় সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার পৈত্রিক যত্নে। আমি মনে করি মণ্ডলী অনেক জীবন্ত, অনেক ক্ষেত্রে বেশ কিছু আশার আলো দেখা যায়। সংলাপ একটা অবিরাম প্রচেষ্টার ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমাদের অনেক রিট্রিট ও সেমিনার আয়োজন দরকার। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মণ্ডলীর প্রধান সংযোগ হচ্ছে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি এবং স্বাস্থ্যসেবার মধ্য দিয়ে। প্রাত্যহিক জীবনে

সংলাপে কি কি মিল বা অমিল আছে যা আমাদের সাহায্য করে আবার ব্যাঘাতও সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে মিল রয়েছে তার উপর জোড় দিলে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আরো বাড়ানো যায়। যে ধর্মে যা কিছু মিল আছে তা যদি অস্বীকার করা হয় তবে নিজেকে অস্বীকার করা হয়। বিশপ যোয়াকিম বলতেন, "যদি কারো মঙ্গল করতে না পার, কারো অমঙ্গল করিও না"। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়, বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, ক্যাটেখিস্ট, সচেতন ভক্তজনগণ এবং বিভিন্ন ধর্মের মহৎ হৃদয়বাণ ব্যক্তিগণ মিলে বিশ্বের ক্ষত নিরাময়ের চেষ্টা করছি। এই মঙ্গল কাজগুলো সংলাপের মাধ্যমে ঘনঘন সহভাগিতা করতে হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে জনগণ পুনর্মিলন জীবন যাপন ও উপহার দেওয়ার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। কিন্তু আমি আশাবাদী বর্তমানের তরুণেরা পূনর্মিলনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে ভবিষ্যতের প্রজন্মকে নতুন সমাজ উপহার দিতে পারবে। বিশপ যোয়াকিম বলতেন, "আমার জীবনই মানুষের জন্য সুসংবাদ"। ঈশ্বর নিজেই সুসংবাদ। তিনি সুসংবাদ প্রকাশ করেছেন তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে। ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের ঐশরিক ব্যক্তির মধ্যে যে মিলন সেই উৎস থেকে প্রেরণ কাজ শুরু হয়েছে। কাথলিক মণ্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গি লালন-পালন ও সহভাগিতা করা। আমরা খ্রিস্টানগণ বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি সেই প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেরণকাজ বা মিলনসমাজ গড়ে তুলতে। সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিকে আলিঙ্গন করতে।

বাংলাদেশে যেখানেই যাত্রা করি, মানুষের ঢল। কেউ যেন কাউকে চেনে না, কারো সময় নেই কাউকে সম্বোধন করার। সবাই চলছে, ঠেলছে, নিজের পথ নিজে করে নিচ্ছে, এমন ব্যস্তময় জীবনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কিভাবে চলবে? অনেক বাঁধা, পরস্পরকে অবজ্ঞা করা, পরস্পরকে শত্রু ভাবা এবং অবন্ধুত্বপূর্ণ কাজে জড়িত হওয়া যা দেশের জন্য ক্ষতিকর। যিশু নিজে কুয়োর ধারে বসেছেন, বিশ্রাম নিয়েছেন, তারপর সংলাপে প্রবেশ করেছেন। আমাদের বসতে হবে, বিশ্রাম নিতে হবে যেন অর্থপূর্ণ সহভাগিতা চলতে পারে। যখন বিভিন্ন ধর্মের কোন সচেতন গোষ্ঠির সংস্পর্শে আসি, কতবার অবাক হই, তাদের আন্তরিকতা, শ্রদ্ধাভক্তি ও সৃজনশীলতা দেখে। তখন নিজেকে কত ভাগ্যবান বলে মনে হয় যে এমন জ্ঞানগর্ব ও প্রসারিত হৃদয়ের মানুষও আমাদের সমাজে রয়েছে। বিগত বছরগুলোতে নতুন পরিবেশে গিয়ে, বিভিন্ন দেশ, শহর, নগর, পাহাড় পর্বতে যাত্রা করে পোপ মহোদয়, আর্চবিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, খ্রিস্টভক্ত বা খ্রিস্টধর্মের বাইরেও যারা রয়েছেন, তাদের কথা শুনে, তাদের সাথে সুপরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। তখন গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি জাতি, ধর্ম, বর্ণের উর্ধ্বে উঠে আসে সংলাপ। 'স্বাচ্ছন্দ্যবোধ' বা "To be at home." বিশপ টুডটুড সব সময় বলতেন, "যে ব্যক্তি নিজের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না সে কোন অর্থপূর্ণ সংলাপে প্রবেশ করতে পারে না।"

সংলাপের মধ্য দিয়ে দলগতভাবে সচেতন করতে হবে। বিশেষ করে বর্তমানে যখন পৃথিবী উপচে পরছে নানা ধরণের বিষপূর্ণ ক্ষতিকারক ও জাল জালিয়াত সংবাদে ও কার্যকলাপে। আমাদের সংলাপের প্রাণকেন্দ্রে থাকবে মিশন। মিশন কি? মিশন আর কিছুই নয়, শুধু ঐশবাণী প্রচার করা এবং ন্যায়, শান্তি এবং সৃষ্টির অখণ্ডতা রক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করা। বিশপ যোয়াকিম বলতেন, "মানুষের বিভিন্নতা শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা পাপ"। সংলাপ হলো কোন অবস্থাকে বুঝার জন্য অনুধ্যান বা রিফ্লেকশন করা, একসাথে ডিসার্ন বা পরিকল্পনা করা, প্রার্থনা ও সহভাগিতার মধ্য দিয়ে যেন সঠিক কার্যকলাপ গ্রহণ করা যায়। পরিশেষে যিশুর বাণী অনুসারে আমাদের হতে হবে খামি, লবণ ও মোমবাতির মত। "পিতা, আমরা যেমন এক, তারাও যেন এক হয়" (যোহন ১৭:২১)।


JAPAN IMMIGRATION APPROVAL SUCCESS

Robin Sikder

Mehedi Hasan Kawsar

Sarker Hridoy

Hosen Arif

Rahad

Azizul Haq

Islam Rafikul

Md Rasel Rana

অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে গ্যারান্টিড
Work Permit & Visit Visa

সম্প্রতি জাপানে অক্টোবর ২০২৪ সেশনে আমাদের IMMIGRATION APPROVAL (COE)-এর সাফল্যের কিছু নমুনা চিত্র।

এছাড়াও Australia, Canada, USA, UK, New Zealand, Poland, Estonia -সহ Schengen Countries, South Korea & Malaysia তে Study Visa প্রসেস করছি।

Work Permit Visa: অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বুলগেরিয়া, শিথুয়ানিয়া সার্বিয়া, আলবেনিয়া, মেসিডোনিয়াসহ আরো বেশ কয়েকটি ইউরোপিয়ান দেশের Work Permit ভিসা প্রসেসিং করা হয়।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E,
Block-J, Baridhara, Dhaka-1212

+88 01894-767125
+88 01911-052103

globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/২১১/২৪

# ঘাট-কথন

## লাকী ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া

নদীর ঘাটে পৌঁছানোর আগেই সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। ঘাটের কাছাকাছি এসে রিক্সা ভাড়া দিয়ে কিছুদূর এগুতেই চোখে পড়লো শিব মন্দির। কেমন একটা গন্ধ নাকে আসতেই রুমাল চেপে এদিক-ওদিক তাকালেন রায়হান হাসান। পিছনে হালকা শব্দ হলো। ফিরে তাকালেন তিনি। খানিক দূরে ধুয়ো উড়ছে। কিছু একটা পোড়ানো হয়েছে আর তাতেই গন্ধ বেরুচ্ছে। যাই হোক, ঘাটে নৌকা না দেখে চিন্তিত মনে নদীর দিকে চোখ ফেরাতে যাবেন, ঠিক তখনি মন্দিরের কোণায় একজনকে বসে থাকতে দেখে বেশ অবাক হলেন রায়হান হাসান।

মন্দিরের পুরোহিত হবে হয়তো। মন্দিরে সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বেলে পূর্জা অর্চনা দিতে এসেছেন। ভেবে খুশি হলেও মন্দিরের ভিতরে পূজা অর্চনার তেমন কিছুই দেখতে পেলেন না।

পুরোহিত মশাই নাকি? একটু কথা বলা যাবে? নরম স্বরে ডাকলেন রায়হান হাসান।

বলতে পারেন, চাইলে এদিকটায় আসতেও পারেন। ভয় নেই। উত্তর এলো মন্দিরের কোণা থেকে। রায়হান হাসান এগিয়ে গেলেন।

বসুন। ময়লা নেই এখানে। মিনিট বিশেক আগেই পানি দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। বললেন পুরোহিত মশাই।

রায়হান হাসান লক্ষ্য করলেন, পুরোহিত মশাইয়ের বয়স প্রায় আশি বছর হবে। সুন্দর সাদা ধুতি পড়েছেন আর গায়ে জড়িয়েছেন সাদা থান কাপড়। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে ওনাকে। সম্ভবত পুরোহিতেরা অনেক জ্ঞানী হন উনাকে দেখে তাই মনে হলো রায়হান হাসানের। ধন্যবাদ আপনাকে। ঘাটে কোনো নৌকা দেখতে পাচ্ছিনা, কি কারণ বলতে পারেন কি?

সামান্য হাসলেন পুরোহিত মশাই। বললেন, বাছা, সব ঘাটেই কি নৌকা ভিড়ে?

মানে? এ কেমন প্রশ্ন? রায়হান হাসান অবাক হয়ে জানতে চাইলেন।

বলছি বাছা, বলছি। তার আগে বলো, আমি যে পুরোহিত, তা তুমি জানলে কি করে?

ঠিক জানিনা, তবে অনুমান করে বললাম। এই সন্ধ্যাবেলা মন্দিরে আর কে আসে বলুন?

তাহলে তুমিতো তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েই দিয়েছো! হাসলেন পুরোহিত মশাই।

উত্তর দিয়েছি? কীভাবে?

এই যে তুমি বললে সন্ধ্যা বেলা মন্দিরে কেই বা আসে? তাহলে ঘাট থাকলেই যে ঘাটে নৌকা ভিড়বে-এটা ও তো ঠিকানা।

রায়হান হাসান কথার জ্বালে আটকা পড়ে গেলেন বুঝতে পেরে বললেন- তা হয়তো ঠিক বলছেন।

সে যাকগে বাবা, তোমার অনুমান ঠিক আছে, তবে আমি পুরোহিতের দায়িত্ব ছেড়েছি পাঁচ বছর আগে। এখন আমার বড় ছেলে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করে।

ও আচ্ছা। তবে এই সময় আপনি একা এখানে কেন? আপনার ছেলে নেই কেন?

সে চলে গেছে। তবে এখনো ও দিকের ঘাটেই আছে হয়তো। আমি বসে আছি, মায়ার টানে। কত বছর এই মন্দিরে মহাদেবের জন্য কাজ করেছি। মায়া, বুঝলে বাবা মায়া! তবে তুমিও দেরি করোনা আর। এই ঘাটে সন্ধ্যার পর পারা-পারের কাজ বন্ধ থাকে। নৌকা ভিড়ে না। তুমি ভুল করে চলে এসেছো এখানে। এক নাগারে বলে গেলেন পুরোহিত মশাই।

রায়হান হাসান খুবই অবাক হলেন। এত সময় পর কিনা জানলেন তিনি ভুল করেছেন? এ আপনি কি বলছেন?

আমি ঠিক বলেছি বাবা। তুমি রিক্সা থেকে যেখানে নেমেছো, তার বাম দিকেই ঘাট। তুমি যাও। এটা হলো শ্মশান ঘাট। দুপুরের পর এখানে নৌকা ভেড়ে না। আর দেরি করোনা, যাও।

শ্মশান ঘাট? চমকে ওঠে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন রায়হান হাসান। বিশ বছর ধরে পুলিশের চাকরি করছেন, এমন ভুল কখনো করেননি, কিন্তু আজ এমন ভুল কি করে হলো- বিশ্বাস করতে পারছেন না রায়হান হাসান।

উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, যদিও আপনি যাবেন না, তবুও আপনাকে একা রেখে যেতে মন চাইছে না।

সে কি বাবা! কয়েক মুহূর্তেই মায়ার বাঁধনে বেঁধে ফেললে? মানুষ আসে একা, যায় ও একা। মাঝে কিছু বছর মায়ার বাঁধনে আটকা পড়ে মাত্র। এসো এবার। তবে মনে রেখো- চলার পথ সামনের দিকে। চলতে গিয়ে তাই পিছিয়ে ফিরে তাকাতে নেই।

হাটা শুরু করলেন রায়হান হাসান। পিছনে ফিরে তাকালেন না।

ঘাটের কাছে আসতেই মনটা ভালো হয়ে গেল। তিনটা নৌকা রয়েছে। এরমধ্যে একটিতে ১০/১২জন লোক বসা। নৌকাটি ও প্রায় ছেড়ে যাবে আর দুইটিতে মাঝি নেই। চলে গেছে। রায়হান হাসান হাত তুললেন। নৌকার কাছে আসতেই একজন বললেন, এটা আমাদের ভাড়া করা নৌকা। এপারে আসবেনা কিন্তু।

রায়হান হাসান দ্রুত বললেন, আমিও আজ ফিরবো না ভাই। দয়া করে আমাকে সাথে নিন।

লোকটি সরে দাঁড়ালো। রায়হান হাসান নৌকার এক কোনায় বসলেন।

রায়হান হাসান লক্ষ্য করলেন, নৌকার ভিতরের দিকে একজন লোক খুব নিরীহ ভাবে বসে আছেন। পড়নে সেই পুরোহিতের মতন কাপড়। আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করলেন যে, নৌকার সবাই হিন্দু এবং পড়নে ধুতি পাঞ্জাবী।

নৌকার ভিতরে হারিকেনের আলোতে পরিবেশটা কেমন মায়া আর কষ্টের মনে হল।

এই সময় সাধারণত ঘাটে লোকজন থাকেনা। পারাপার ও বন্ধ হয়ে যায়। আপনি কি জানেন না?

আমি এই প্রথম এই এলাকায় এসেছি। তাছাড়া এসেছিলাম অনেক আগেই। ভুল করে শ্মশান ঘাটে চলে গিয়েছিলাম। এখানে ঘাট আছে জানতামইনা। পুরোহিত মশাই না থাকলে জানতামই না ওটা শ্মশানঘাট। তিনি....

পুরোহিত মশাই? তার দেখা কোথায় পেলেন? রায়হান হাসান কথা শেষ করার আগেই ভিতরে বসে থাকা লোকটি দ্রুত জিজ্ঞেস করলেন।

শ্মশানে ঘাটের মন্দিরের কোণায় বসেছিলেন তিনি। তবে এখন তিনি পুরোহিত নন। উনার বড় ছেলে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করছেন,এমনটাই বললেন পুরোহিত মশাই।

মুহূর্তেই নৌকায় লোকগুলোর মুখ শুকিয়ে গেল। কেমন জড়োসড়ো হয়ে এলো সবাই।

রায়হান হাসান কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিছু ভুল বললেন কিনা ভাবছেন।

জানিনা আপনি কে? ইনি হচ্ছেন আমাদের পুরোহিত। ওনার বাবা ছিলেন আগের পুরোহিত, যার কথা আপনি বলছেন। আপনার কথাগুলো সত্য। কিন্তু যার কথা আপনি বলছেন, ওনাকে দাহ করে আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। নদীর ও পারে আমাদের বাড়ি। লোকটির গলা প্রচণ্ড ভাবে কাঁপছে।

রায়হান হাসান যদি পুলিশ না হতেন, তবে তিনি এইমুহূর্তে মারা যেতেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, কিন্তু উনিইতো আমাকে এই ঘাটের সন্ধান দিলেন। রায়হান হাসান নিজের পরিচয় দিয়ে তার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিলেন।

রায়হান হাসানের কথা শেষ হতেই সবাই কি শ্লোক পাঠ করা শুরু করলো। রায়হান হাসান হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। কানে ভাসছে - সব ঘাটেই কি নৌকা ভিড়ে বাছা?

মনে রেখো- চলার পথ সামনের দিকে। চলতে গিয়ে পিছনে তাকাতে নেই!

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

# নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

## Nagari Christian Co-operative Credit Union Ltd.

(স্থাপিত: ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ, রেজি. নং ২৩/৮৪)

নাইট ভিনসেন্ট ভবন, ডাকঘর: নাগরী, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

সূত্র: এনসিসিসিইউএল ২০২৪/০৮/১৭৫৮ মোবাইল নং: ০১৭১-৬৮৯৮৯২৯, ই-মেইল: nagari_cccu@yahoo.com তারিখ: ২৩/০৮/২০২৪ খ্রী:

## ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই, ২০২৩ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)

তারিখ: ২৭/০৯/২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ, রোজ: শুক্রবার, সময়: দুপুর-০২:৩০ ঘটিকা

স্থান: সেন্ট নিকোলাস স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণ, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

এতদ্বারা **নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ** এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৭/০৯/২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, দুপুর-০২:৩০ ঘটিকায়, স্থান: সেন্ট নিকোলাস স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে সমিতির **৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভা** অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম দুপুর ১২:০০ ঘটিকা হতে ০২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত চলবে, দুপুর ০২:০০ ঘটিকার পর রেজিস্ট্রেশন, লটারী এবং কোরাম পূর্তি উপহার প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে। সকল নিয়মিত সদস্য/সদস্যাদেরকে নিজ নিজ পাশবহি/সমিতির আইডি কার্ড ও প্রতিবেদন সঙ্গে নিয়ে উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

**সাধারণ সভার আলোচ্যসূচী**

০১। (ক) উপস্থিতি গণনা
(খ) আসন গ্রহণ
(গ) জাতীয় সংগীত, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন
(ঘ) পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ ও প্রার্থনা
(ঙ) মিনিটস সেক্রেটারী নিয়োগ
০২। মৃত সদস্য/সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নিরবতা পালন
০৩। বক্তব্য পর্ব: (ক) চেয়ারম্যানের স্বাগত বক্তব্য (খ) বিশেষ অতিথিবৃন্দের বক্তব্য (গ) প্রধান অতিথির বক্তব্য
০৪। ৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন
০৫। ব্যবস্থাপনা পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন
০৬। বার্ষিক হিসাব বিবরণী পেশ ও অনুমোদন
০৭। (ক) নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন
(খ) প্রস্তাবিত আয় বন্টন হিসাব উপস্থাপন ও অনুমোদন
০৮। প্রস্তাবিত বাজেট পেশ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন
০৯। ঋণদান কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন
১০। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন
১১। অন্যান্য উপ-কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন
১২। বিভিন্ন ধরণের প্রস্তাবনা পেশ ও অনুমোদন
১৩। বিবিধ আলোচনা
১৪। ভাইস-চেয়ারম্যান কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা
১৫। লটারী-ড্র (লটারীতে অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই সভায় স্ব-শরীরে উপস্থিত থাকতে হবে)

উল্লেখিত দিনে সভায় যথাসময়ে অংশগ্রহণ করে বার্ষিক সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সাফল্যমন্ডিত করতে সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাবৃন্দকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

**ফিলিপ গমেজ**
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিষদ

**টুটুল পিটার রড্রিক্স**
সেক্রেটারী, ব্যবস্থাপনা পরিষদ

**নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ**

**বিশেষ দ্রষ্টব্য :**

ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১, (২০০২ সনে ও ২০১৩ সনে সংশোধিত) এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য-সদস্যা সমিতিতে শেয়ার খেলাপী/ঋণ খেলাপী/অন্যান্য ঝেলাপী/বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত এবং সদস্যপদ স্থগিত থাকলে উক্ত সদস্য/সদস্যা সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।
খ) বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্ধারিত সময়ে যারা হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন তাদের প্রত্যেককে কোরাম পূর্তি উপহার প্রদান করা হবে।

**অনুলিপি:**

১. জেলা সমবায় কর্মকর্তা, গাজীপুর ২. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ
৩. দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ (কাল্‌ব) ৪. ব্যবস্থাপনা পরিষদ।

বিজ্ঞ/২০৮/২৪

## জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবেন প্রধান উপদেষ্টা

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে ছোট ও কার্যকরী একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ড. ইউনূস যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'তিনি বড় প্রতিনিধি দলের পরিবর্তে একটি ছোট প্রতিনিধি দল সঙ্গে নেবেন।' উপদেষ্টা বলেন, প্রধান উপদেষ্টা সেখানে তার কাজ সম্পন্ন করে যত দ্রুত সম্ভব দেশে ফিরে আসতে চান। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশন আগামী ১০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার শুরু হবে। উচ্চ পর্যায়ের সাধারণ আলোচনা শুরু হবে ২৪ সেপ্টেম্বর।

## ভয়াবহ বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭১ জন

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ১১ জেলায় বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭১ জনে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সচিবালয়ে বন্যার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

বন্যায় প্লাবিত উপজেলা ৬৮টি। ক্ষতিগ্রস্ত ৫০৪ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় এখনো পানি বন্দি আছে ৬ লাখ ৫ হাজার ৭৬৭ পরিবার। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ৫১ লাখ ৮ হাজার ২০২ জন। সার্বিকভাবে দেশের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় আশ্রয় কেন্দ্র থেকে লোক জন নিজ নিজ বাড়ি ঘরে ফিরছেন। বন্যা-পরবর্তী পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব রোধ করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় আরও জানায়, পানিবন্দি ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে আশ্রয়দানের জন্য তিন হাজার ৬১২টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা আছে এবং বর্তমানে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে দুই লাখ ৮৫ হাজার ৯৯৬ জন এবং ৩১ হাজার ২০৩টি গবাদি পশু রয়েছে। এ ছাড়াও, ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা প্রদানে বর্তমানে ৪৬৯টি মেডিকেল টিম চালু রয়েছে।

বন্যার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো হয়, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, হবিগঞ্জ, সিলেট, ব্রাহ্মণবড়িয়া ও কক্সবাজারের বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। মৌলভীবাজারের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে এবং ফেনী, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

## সচিবদের যেসব নির্দেশনা দিলেন প্রধান উপদেষ্টা

সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে সকল পর্যায়ে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে 'মার্চিং অর্ডার' দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড.মুহাম্মদ ইউনূস। ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানে সৃষ্ট নতুন বাংলাদেশ নিয়ে বিশ্বব্যাপী যে আগ্রহ, ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে, দেশের স্বার্থে তা সর্বোত্তম উপায়ে কাজে লাগাতে সচিবদের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

বুধবার (৪সেপ্টেম্বর) দুপুরে তেজগাঁওয়ে নিজ কার্যালয়ে সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস।

গত ৮আগস্ট ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর এই প্রথমবারের মতো সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করছেন সরকার প্রধান। বৈঠকে সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়নে প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ করতে সচিবদের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, ছাত্র-জনতা বৈষম্যহীন মানবিক দেশ গড়ার যে প্রত্যয় ভয়হীন চিত্ত আমাদের উপহার দিয়েছে তার উপর দাঁড়িয়ে বিবেক ও ন্যায় বোধে উজ্জীবিত হয়ে আমাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে সততা, নিষ্ঠা, জবাবদিহিতা নিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়তে হবে। দুর্নীতির মূলোৎপাটন করে সেবা সহজিকরণের মাধ্যমে জনগণের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি অর্জনের নির্দেশ দেন ড. ইউনূস।

একই সঙ্গে সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

## পাকিস্তানকে ধবল ধোলাই করে বাংলাদেশের ইতিহাস

পাকিস্তানের বিপক্ষে ঐতিহাসিক এক টেস্ট সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। দুই ম্যাচের সিরিজের দুটিতেই জিতে পাকিস্তানকে ধবল ধোলাই করেছে নাজমুল হোসেনের দল। দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশের জয় ৬ উইকেটে। এই সিরিজে জয়ের পথে বাংলাদেশের হয়ে ব্যাটে-বলে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। প্রথম টেস্টে পাকিস্তানকে ১০ উইকেটে হারানোর পর দ্বিতীয় টেস্টে ৬ উইকেটের অবিশ্বাস্য জয়ে পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে ধবল ধোলাই করল নাজমুলের দল।

এ নিয়ে পঞ্চমবার বাংলাদেশ টেস্টে সিরিজ জয়ের স্বাদ পেল। এর আগে দুবার করে সিরিজ হারিয়েছে জিম্বাবুয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। তবে এবারের জয়টা পাকিস্তানের মাটিতে বলেই এর মাহাত্ম্য আলাদা। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড সিরিজ ছাড়া এই প্রথম ঘরের মাঠে কোনো দলের বিপক্ষে ধবল ধোলাই হলো পাকিস্তান। বাংলাদেশের জন্য যা নিশ্চিত ভাবেই দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা সাফল্য।

## ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য জরুরি নির্দেশনা

চলতি বছরের এইচএসসি ও সমানের পরীক্ষার্থীদের জন্য জরুরি নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। চাওয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজ পত্র। মঙ্গলবার (৪আগস্ট) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরীক্ষার্থীদের সব তথ্য ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্য পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষার একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, এইচএসসি পরীক্ষার প্রবেশ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপিসহ প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সব পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অধ্যক্ষদের বোর্ডে পাঠানোর জন্য বলা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের আগে এসএসসি পাস করা প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের এসএসসি পাসের নম্বর পত্রের ফটোকপি (সংশ্লিষ্ট বোর্ড যাচাইকৃত) এবং এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৪-এর প্রবেশ পত্রের ফটোকপি অধ্যক্ষ কর্তৃক সত্যায়ন করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-এর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শাখায় হাতে হাতে জমা দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পরীক্ষার্থীদের তালিকা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শাখা থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে এইচএসসি ও সমমানের স্থগিত পরীক্ষা গুলো বাতিল করা হয়েছে। এখন করোনা কালের পরীক্ষার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জেএসসি- এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে (ম্যাপিং) ফল প্রকাশের প্রস্তুতি নিয়েছে শিক্ষা বোর্ডগুলো।

## মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন: প্রচারণায় বাইডেন ও কমলা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস গত সোমবার এক সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন। ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পাওয়ার পর এই প্রথম বাইডেনকে সঙ্গে নিয়ে প্রচারণায় নামলেন কমলা। ব্যাটল গ্রাউন্ড অঙ্গরাজ্য পেনসিলভানিয়ার ভোটারদের আকর্ষণ করতে পিটার্সবার্গে শ্রমিক সংঘের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এই জুটি। এর আগে প্রায় ৬০০ সমর্থকের উদ্দেশে বক্তব্য দেন তাঁরা।

আগামী ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কমলা হ্যারিসের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিলেছে বিভিন্ন জনমত জরিপে। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর এবিসি নিউজ চ্যানেলে মুখোমুখি বিতর্কে অংশ নেওয়ার কথা এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর।

তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, প্রথম আলো, কালের কণ্ঠ

## অহংকার ও নম্রতা

একদা এক যুবক উকিল মাথা উঁচু করে একজন কৃষককে বলল, "ও হে কৃষক! দেখ, আমি একজন উকিল আর তুমি সাধারণ এক কৃষক।"

বৃদ্ধ কৃষক হেসে বলল, "তুমি বয়সে আমার চেয়ে ছোট। তুমি এসো আমার সাথে, তোমাকে একটি সুন্দর দৃশ্য দেখাব।"

বৃদ্ধ কৃষক তাকে তার ধান ক্ষেতে নিয়ে গেল। তার মাঠে তখন সোনালী ধানের ছড়াছড়ি।

বৃদ্ধ কৃষক তার ধানের মাঠটি দেখিয়ে বলল, আমার ধানের মাঠে দু'ধরনের ধানের শিষ রয়েছে। যে ধানের শিষগুলো চাউলে ভরা, তা নত হয়ে আছে, আর যে শিষগুলোতে চাউল নেই, চিটা, তা তোমার মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি নিজেকে জান। তুমি পৃথিবীর কতটুকুই বা জান? একটি বালিকণার সমান জ্ঞানও তোমার নেই। আমি নিজে একজন ধান গবেষক, এ বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেছি। কাউকে কখনও ছোট করে দেখো না। আমরা সবাই সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ।

উকিল মহোদয় তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং জীবনের মত অহংকার অহমিকা পরিত্যাগ করল।

-কোট (আংশিক পরিবর্তিত)

*অনুবাদ, সংকলন ও সম্পাদনা*

*ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি*

## তুমি ধন্যা মাদার তেরেজা

**অপূর্ব রায়**

স্বর্গের চির আশীষ মা
তুমি ধন্যা মাদার তেরেজা।
পথ শিশুদের মমতাময়ী মা
তুমি ধন্যা মাদার তেরেজা।
চলার পথের আলোকবর্তিকা মা
তুমি ধন্যা মাদার তেরেজা।
ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পবিত্রা, ধর্মময়ী মা
তুমি ধন্যা মাদার তেরেজা।
ঈশ্বরকে ভালোবেসে নিজের জীবন সঁপিলে মা
তুমি ধন্যা মাদার তেরেজা।
কঠোর প্রেমের জীবন-যাপন করেছ মা
তুমি ধন্যা মাদার তেরেজা।
ত্যাগের ডাঁলি নিয়ে সম্মুখ পাণে এগিয়ে মা
তুমি ধন্যা মাদার তেরেজা।
ক্ষুদ্র ক্ষদ্র সেবা কাজে হয়েছো সেরা মা
তুমি ধন্যা মাদার তেরেজা।
পিঁছুপা হওনি করেছ সবই ভালোবাসায় মা
তাইতো তুমি মানবতার মা
তুমি ধন্যা মাদার তেরেজা।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

# এশিয়া ও ওশেনিয়ায় পোপ ফ্রান্সিসের ঐতিহাসিক সফর

**ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু**

৮৭ বছরের মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস তাঁর পোপীয় শাসনামলের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী পালকীয় সফরে বের হয়েছেন এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলে। ২-১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ১২ দিনের এই যাত্রায় তিনি পরিদর্শন করবেন ইন্দোনেশিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, তিমুর-এস্তে ও সিঙ্গাপুরে। এই সফরের অন্যতম প্রধান একটি বিষয় হলো আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি। পোপ মহোদয় শুধুমাত্র স্থানীয় কাথলিক জনগোষ্ঠীর সাথেই সংলাপ করবেন না, কিন্তু অন্যান্য ধর্ম ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথেও সাক্ষাৎ করবেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বড় মসজিদ ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অবস্থিত ইসতিকলাল মসজিদ। বিখ্যাত সেই মসজিদে বিভিন্ন ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে তিনি সংলাপ করবেন। পোপ মহোদয় মার্কেদা প্যালেসে প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবেন ও জেলোরা ভাং কারনো স্টেডিয়ামে ৮০ হাজার কাথলিকদের নিয়ে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করবেন। বহু সংস্কৃতির সংমিশ্রণে সমৃদ্ধ ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি দলের সাথে পোপ মহোদয়ের সাক্ষাৎ খুব তাৎপর্যপূর্ণ হবে।

২৮ কোটির জনসংখ্যার দেশ ইন্দোনেশিয়া। যার মোট জনসংখ্যার ৮৭% মুসলিম। সঙ্গতকারণেই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মুসলিম জনসংখ্যার দেশও ইন্দোনেশিয়া। অন্যদিকে ফিলিপাইন, চীনের পরে এশিয়াতে খ্রিস্টান জনসংখ্যার তৃতীয় বৃহত্তম দেশ ইন্দোনেশিয়া। মোট জনসংখ্যার ২.৯% ভাগ কাথলিকেরা। ৮ কোটি মুসলিমের সংগঠন নাহদলাতুল উলামার নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান উলিল আবসার আব্দাল্লা পোপ মহোদয়ের ইন্দোনেশিয়া সফরকে 'ইন্দোনেশিয়ার সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য সজীব বাতাস' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর এই সফর গুরুত্বপূর্ণ কেননা তা তৃণমূল পর্যায়ে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত করে সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাশীল মনোভাব অব্যাহত রাখবে। এই সফর বিশেষভাবে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের জীবনে ও সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ প্রভাব ফেলবে। জাকার্তার একজন অধিবাসী বলেন, পোপ মহোদয়ের আগমনে তিনি আবেগাপ্লুত ও আনন্দিত, যেমনটি তিনি আনন্দিত ছিলেন যখন ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ ২য় জন পল ইন্দোনেশিয়ায় পরিদর্শনে এসেছিলেন।

ইন্দোনেশিয়ার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৬টি ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিখ্যাত ইসতিকলাল মসজিদে পোপ মহোদয়ের আন্তঃধর্মীয় সভা করার কর্মসূচি রয়েছে। ৬টি ধর্ম হলো-ইসলাম, বৌদ্ধ, কনফুসিয়ানিজম, হিন্দু, কাথলিক ও প্রটেষ্টান্ট। ইসতিকলাল মসজিদটি ক্যাথিড্রালের পাশেই যা সরু একটি রাস্তা দিয়ে আলাদা। উপাসনার স্থান দু'টি একটি ট্যানেল দিয়ে সংযুক্ত যা মুসলিম অধ্যুষিত দেশে তাদের সহনীয় মনোভাবের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আমেরিকার ওয়েষ্টার্ণ রিজার্ভ ইউনিভার্সিটির কাথলিক ইস্যু বিষয়ক রিলিজিয়াস স্টাডিজের প্রফেসর যোনাথন তান এই সফর সম্পর্কে বলেন, পোপ মহোদয় একটু ভিন্নভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হতে চান। পোপ মহোদয়ের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুসরণ করে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে সংযুক্ত আরব-আমিরাতে মানব ভ্রাতৃত্বের উপর একটি সম্মিলিত ঘোষণা আসে। বর্তমান যে সফর চলমান তা ২০২০ খ্রিস্টাব্দেই পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু কোভিডের কারণে তা স্থগিত করা হয়। কিন্তু এই সময়ে সফরটি আরো বেশি আবেদনময় ও শক্তিশালী। কেননা আমি মনে করি, পোপ মহোদয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান যে, সহিংসতায় না জড়িয়ে কোন বিকল্প পন্থা বের করে আনতে, যেখানে ধর্ম শান্তির শক্তি হয়ে ওঠবে।

দ্বীপপুঞ্জের দেশ পাপুয়া নিউগিনির ৭০% লোক খ্রিস্টান, যার মধ্যে ২৬% কাথলিক। অন্যদিকে ১.৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার দেশ তিমুর-লেস্তের ৯৭% জনগণ কাথলিক। আর সিঙ্গাপুর বিশ্বের অন্যতম ছোট একটি দেশ। তবে জাতিগতভাবে, ধর্মীয়ভাবে ও ভাষাগতভাবে সিঙ্গাপুর অবশ্যই বিশ্বের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় দেশগুলির একটি। চারটি ভিন্নতর সামাজিক প্রেক্ষাপটে কাথলিক হওয়ার অর্থ কী তা বিশ্বকে দেখাচ্ছেন পোপ মহোদয় এ সফরের মধ্যদিয়ে। শুক্রবার পর্যন্ত পোপ মহোদয় জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়ায় থাকবেন এবং তারপর পাপুয়া নিউগিনিতে যাবেন।

## যুদ্ধে হাল ছেড়ে দিয়ো না

### - ইতালীয় যুবকদের প্রতি পোপ ফ্রান্সিস

যুদ্ধ সমস্যার সমাধান এনে শান্তির দিকে পরিচালিত করতে পারে এই ধারণাতে প্রবুদ্ধ হয়ো না, কারণ যুদ্ধ সর্বদাই মন্দ শক্তির কাছে লজ্জাজনক আত্ম-সমর্পণ। গত মঙ্গলবারে পোপ মহোদয় এক বাণীর মধ্যদিয়ে ইতালীর আমালফি-কাভা দি'তেরেন্নো ধর্মপ্রদেশের ৫০০জন যুবক-যুবতীকে উপরোক্ত কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের সাথে সহভাগিতা করেন, 'বর্তমান সময়ে কিভাবে তারা শান্তির উপকরণ হয়ে ওঠতে পারবে! শান্তি ছাড়া জীবন থাকতে পারে না। শান্তি ছাড়া আসে ধ্বংস ও মৃত্যু যা যুদ্ধের ফসল। তাই যুবকদের পরামর্শ দিয়ে পুণ্যপিতা বলেন, তোমাদের দিনটা শান্তি কাজে পূর্ণ করো। দয়া, সেবা ও ক্ষমার চর্চা করার আহ্বান রাখেন ধন্য জেরার্দো সাস্‌সো; যিনি দ্বন্দ্ব সংঘাতের সময় জেরুশালেমে ১ম আন্তঃধর্মীয় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন, তার আদর্শ অনুসরণ করতে। কেননা তার আদর্শ অনুসরণ করলে পর যুবরাও পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সংহতি স্থাপনে সেতুবন্ধন রচনা করতে পারবে। তিনি যুবকদেরকে হৃদয় দিয়ে প্রার্থনা করতে ও প্রার্থনার শক্তির উপর আস্থা রাখতে জোর আহ্বান রাখেন। আমরা যেন ভুলে না যাই, ঈশ্বরের অসাধ্য কিছু নেই। শান্তি স্থাপনে আমাদের শক্তিশালী একটি অস্ত্র আছে আর তা হলো প্রার্থনা। এসো আমরা তা ব্যবহার করি যাতে করে শিঘ্রই শান্তি আসে। শেষে পোপ মহোদয় যুবদেরকে এমনভাবে জীবনযাপন করতে বলেন যেন তারা আশার তীর্থযাত্রী হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র: ভাতিকান, বিবিসি

## কেওয়াচালা কোয়াজি ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু আগষ্টিনের পর্ব পালন

**ফাদার লিয়ন জেভিয়ার রোজারিও:** গত ৩০ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার কেওয়াচালা কোয়াজি ধর্মপল্লীর প্রতিপালক হিপ্পোর সাধু আগষ্টিনের পর্ব মহা সমারোহে পালন করা হয়।

পর্বের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি স্বরূপ নয় দিনের নভেনা করা হয়। তিনটি পাড়া নভেনার উপাসনায় সাহায্য করে। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই। তাকে সহায়তা করেন পাল-পুরোহিত ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ, সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার লিয়ন জেভিয়ার রোজারিও, ফাদার হিউবার্ট গমেজ। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে সিস্টার, হোস্টেলের ছেলে-মেয়েরাসহ প্রায় ৪০০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ সাধু আগষ্টিনের জীবনী, তাঁর জীবন দর্শন, তাঁর আদর্শ-শিক্ষা সহভাগিতা কারেন। খ্রিস্টযাগের শেষে পাল-পুরোহিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। শেষে সকলকে আশীর্বাদিত বিস্কুট বিতরণ করা হয়।

## পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদযাপন

**সিস্টার হাসি রিবেরু এলএইচসি:** বিগত ২৩ আগস্ট ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর আয়োজনে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে ১০০ জন শিশু ও এনিমেটরসহ মোট ১৪০ জন অংশগ্রহণ করে। দিবসের মূলভাব ছিল, মিলনধর্মী মণ্ডলীতে আমরা শিশু যিশুর বন্ধু। সহ মুলভাব ছিল, শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও। পরিবারে রোজারিমালা প্রার্থনা করার সহজ পদ্ধতি বিষয়ে সহভাগিতা করেন সিস্টার নিতু রোজারিও এলএইচসি, হলিক্রস ফ্যামিলি রোজারি মিনিস্ট্রিজ প্রতিনিধি। মুলভাবের উপর সহভাগিতা করেন ব্রাদার জয় পেরেরা সিএসসি। শিশুদের ওয়ার্ড ভিত্তিক রোজারিমালা প্রার্থনা আবৃত্তি করানো হয়। শিশুদের নিয়ে র‍্যালী করা হয়। এছাড়া আনন্দ দানের জন্য ও তাদের নিজ প্রতিভা বিকাশের জন্য নাচ-গান-কবিতা উপস্থাপন করানো হয়। ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার লাজারুস গোমেজ পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন। খ্রিস্টযাগে গান-বাজনা, শাস্ত্রপাঠ শিশুরাই পরিচালনা করে। পরিশেষে দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদযাপন সমাপ্ত হয়।

## মুশরইল ধর্মপল্লীর অন্তর্গত মিরকামারী গির্জার প্রতিপালক সাধু আগষ্টিনের পর্ব উদ্‌যাপন

**লর্ড রোজারিও:** গত ২৮ আগস্ট রোজ বুধবার মহাসমারোহে মুশরইল ধর্মপল্লীর অন্তর্গত মিরকামারী গির্জার প্রতিপালক সাধু আগষ্টিনের পর্ব উদযাপন করা হয়। সকালে পর্বীয় খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে দিনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সাধু পিতর সেমিনারীর পরিচালক ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী এবং তাকে সহায়তা করেন পালপুরোহিত ফাদার প্রশান্ত আইন্দ। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে ফাদার-সিস্টার, সেমিনারিয়ানসহ প্রায় ১২০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী বলেন, "আজকের পাঠে আমরা ভালোবাসার কথা শুনেছি। আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসিনি বরং ঈশ্বরই প্রথম আমাদের ভালোবেসেছেন। সাধু আগষ্টিন তার জীবনদশায় প্রথমে অনেক খারাপ কাজ

করেছেন কিন্তু তার মা সাধ্বী মণিকার দীর্ঘ ত্রিশ বছরের প্রার্থনার ফলে সাধু আগষ্টিন মন পরিবর্তন করেন। পরে সাধু আগষ্টিন অনেক গবেষণাধর্মী বই লিখেছেন যা মণ্ডলী আজও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।"

খ্রিস্টযাগের শেষে ফাদার প্রশান্ত আইন্দ সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য। পরিশেষে সকলের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ ও মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

# Pope's Worldwide Prayer Network

**ব্রাদার অনিক রোজারিও সিএসসি:** গত ২৬ আগস্ট, ২০২৪ রোজ সোমবার সেন্ট বার্নাড কিন্ডার গার্টেন স্কুলে পি.ডব্লিও.পি.এন.(PWPN- Pope's Worldwide Prayer Network) এর উপর একটি সেমিনার করা হয়। উক্ত সেমিনারে ৩ জন সিস্টার, ৪ জন ব্রাদার, এবং ১৪ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার প্রথম এবং প্রধান বক্তা ছিলেন ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি, ন্যাশনাল ডাইরেক্টর, বাংলাদেশ। সকলের সম্মুখে তিনি PWPN কি এবং এর ইতিহাস খুবই সুন্দর ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তিনি PWPN এর পরিচয়, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মিশন নিয়ে আলোচনা করেন এবং খুবই সুক্ষ্মভাবে এই সংস্থার যুগোপযোগী ধারণা এবং এই সংস্থায় যোগদানের জন্য আহ্বান, উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলেন। তিনি আরো বলেন যে, এটি একটি আন্তর্জাতিক প্রার্থনা সংস্থা। তাই তিনি সকলকে আরও আন্তরিকভাবে এবং ভক্তি সহকারে এই প্রার্থনা ব্যবস্থায় যোগদান করার জন্য অনুরোধ জানান। সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এবং সম্মিলিত উপস্থিতির তিনি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কর্মশালার শেষ লগ্নে দলীয় স্থির চিত্র গ্রহণ এবং মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে এই সংস্থার উক্তদিনের কর্মশালার সমাপ্ত ঘটে।


# শোকবার্তা

সঞ্চয় ডমিনিক রোজারিও

জন্মঃ ২৭-০১-১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যুঃ ২৯-০৮-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সদস্য ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং উপদেষ্টা প্রয়াত সঞ্চয় ডমিনিক রোজারিও'র আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা এই শোকময় সময়ে পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে তার আত্মার চির শান্তি কামনা করছি।

আমরা পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে এই শোকার্ত পরিবারের স্ত্রী, মেয়ে-জামাতা ও অন্যান্য সকল আত্মীয় স্বজনের জন্য প্রার্থনা করি এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। তারা যেন শোক ভুলে এই চরম সত্য মেনে নিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।

সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন চেয়ারম্যান সঞ্চয় ডমিনিক রোজারিও'র আত্মার চির শান্তি ও পরিবারের সার্বিক মঙ্গল কামনায়।

(টারজেন যোসেফ রোজারিও)
সেক্রেটারি

(রঞ্জন রবার্ট পেরেরা)
চেয়ারম্যান

বিজ্ঞ/২০৯/২৪

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

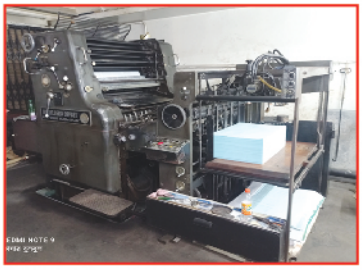

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

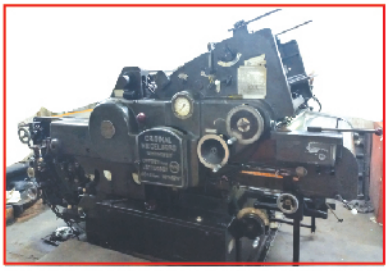

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। **সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন।** যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

**খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়।** এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

# লেখা আহ্বান

**সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,**

**সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র** পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। আগামী আগস্ট থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিশেষ দিবসগুলোতে আপনাদের সুচিন্তিত লেখা পাঠানোর জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। **এছাড়া গল্প, প্রবন্ধ, ছোটদের আসরের জন্য লেখা, পত্রবিতান, কবিতা, ধাঁধা, আঁকা ছবি পাঠানোর আহ্বান করা হচ্ছে। অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের ২ সপ্তাহ পূর্বে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে। বিশেষ দিবসগুলো নিম্নে দেওয়া হল:**

**সেপ্টেম্বর**
১৭ ঈদ-ই-মিলাদুনবী
২১ প্রেরিতদূত ও সুসমাচার রচয়িতা সাধু মথি পর্ব
২৭ সাধু ভিনসেন্ট দ্য পল, যাজক স্মরণ দিবস

**নভেম্বর**
**১ নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব**
**২ পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস**
৯ লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস পর্ব
১৮ সাধু পিতর ও সাধু পলের মহামন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস
**২১ বালিকা মারীয়া নিবেদন পর্ব**
**২৪ খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব**
৩০ প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রেয় পর্ব

**অক্টোবর**
**২ রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণদিবস**
**৪ আসিসির সাধু ফ্রান্সিস**
**৭ জপমালার রাণী মারীয়ার পর্ব**
১৩ দুর্গা পূজা
২৮ সাধু সিমোন ও সাধু যুদ, প্রেরিতশিষ্য পর্ব

**ডিসেম্বর**
১ আগমনকালের ১ম রবিবার
**৮ কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব, মহাপর্ব**
**১০ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস**
**১৬ বিজয় দিবস**
**২৫ যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন**
২৮ শিশু সাক্ষ্যমরদের পর্ব
২৯ জন্মোৎসবকাল পুণ্যতম পরিবারের মহাপর্ব

**লেখা পাঠাবার ঠিকানা**
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ, ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
*- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ৩২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 32
Regd. No. DA-33
❖ 8 - 14 September, 2024, ২৪ - ৩০ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

# সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

## আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

| | | | বুক্‌ড | |
|---|---|---|---|---|
| শেষ কভার (চার রঙ) | ৫০,০০০ টাকা | ৫৫৫ ইউরো | | ৭২০ ইউএস ডলার |
| প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ৪০,০০০ টাকা | ৪৪৫ ইউরো | | ৫৮০ ইউএস ডলার |
| শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ৪০,০০০ টাকা | ৪৪৫ ইউরো | | ৫৮০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ২৫,০০০ টাকা | ২৮০ ইউরো | | ৩৬০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ১৫,০০০ টাকা | ১৭০ ইউরো | | ২২০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ১২,০০০ টাকা | ১৩৫ ইউরো | | ১৮০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ৭,০০০ টাকা | ৮০ ইউরো | | ১০০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো) | ৪,০০০ টাকা | ৪৫ ইউরো | | ৬০ ইউএস ডলার |
| সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ২০,০০০ টাকা | ২২৫ ইউরো | | ২৯০ ইউএস ডলার |
| সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ২০,০০০ টাকা | ২২৫ ইউরো | | ২৯০ ইউএস ডলার |

*আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।*

**বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।**
**বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।**

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org